টীকা-২৬. হাবীব-ই-নাজ্জারের এ কথাগুলো শুনে সম্প্রদায়ের লোকেরা বললো, "তবে কি তুমি তাদের দ্বীনে দীক্ষিত হয়েছো এবং তুমি কি তাদের উপাস্যের উপর ঈমান নিয়ে এসেছো?" এর জবাবে হাবীব-ই-নাজ্জার বললো–

টীকা-২৭. অর্থাৎ অস্তিত্বের প্রারম্ভ থেকে আমাদের উপর যাঁর অনুগ্রহরাজি রয়েছে এবং শেষ পর্যন্তও তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ঐ প্রকৃত মালিকের ইবাদত না করার কি অর্থ এবং তাঁর সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করাও কেমন (জঘন্য)? প্রত্যেকে আপন অস্তিত্ব লাভের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে তাঁর নি'মাত ও অনুগ্রহের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে বুঝতে পারে।

টীকা-২৮. অর্থাৎ মূর্তিগুলোকেই কি উপাস্যরূপে গ্রহণ করবো?

টীকা-২৯. যখন হাবীব-ই-নাজ্জার আপন সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এমন উপদেশমূলক কথা বলছিলেন, তখনই ঐ সমস্ত লোক একই বারে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাঁর প্রতি পাথর বর্ষণ করতে আরম্ভ করলো। তাঁকে পদদলিত করলো। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে হত্যা করে ফেললো। তাঁর কবর ইন্তাকিয়াতেই রয়েছে।

যখন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর উপর হামলা করলো, তখন তিনি হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের প্রেরিত লোকদেরকে খুব তাড়াতাড়ি করে এ কথা বলেছিলেন–

টীকা-৩০. অর্থাৎ আমার ঈমানের পক্ষে সাক্ষী থাকো। যখন তাঁকে শহীদ করা হলো, তখন তাঁর সম্মানার্থে

টীকা-৩১. যখন তিনি জান্নাতে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে বিভিন্ন নি'মাত দেখতে পেলেন,

টীকা-৩২. হাবীব-ই-নাজ্জার এ কামনা করেছিলেন যে, তাঁর সম্প্রদায় জেনে নিক যে, আল্লাহ্ তা'আলা হাবীবকে ক্ষমা করেছেন এবং সম্মানিত করেছেন; যাতে সম্প্রদায়ের লোকেরা রসূলগণের দ্বীনের প্রতি আগ্রহী হয়। যখন হাবীব-ই-নাজ্জারকে হত্যা করা হলো, তখন আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যাতের পক্ষ থেকে ঐ সম্প্রদায়ের উপর ক্রোধ আপতিত হলো এবং তাদেরকে শাস্তি দানে বিলম্ব করা হয়নি। হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালামকে নির্দেশ দেয়া হলো এবং তাঁর একই ভয়ানক গর্জনে সবাই মরে গেলো। সুতরাং এরশাদ হচ্ছে–

টীকা-৩৩. ঐ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের জন্য।

টীকা-৩৪. বিলীন হয়ে গেলো যেমন আগুন নিভে যায়।

টীকা-৩৫. তাদের জন্য এবং তাদের মতো অন্য সবার জন্য, যারা রসূলগণকে অস্বীকার করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

২২. (২৬) এবং আমার কি হলো যে, তাঁর ইবাদত করবো না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন? এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে (২৭)।

وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. আমি কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য খোদাও স্থির করবো (২৮)? যদি পরম দয়ালু আমার কোন ক্ষতি চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং না আমাকে বাঁচাতে পারবে;

ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٢٣﴾

২৪. নিশ্চয় তখন তো আমি সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে হবো (২৯)।

إِنِّيٓ إِذًا لَّفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

২৫. নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি। সুতরাং আমার কথা শোন (৩০)।

إِنِّيٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾

২৬. তাকে বলা হলো, 'জান্নাতে প্রবেশ করো (৩১)।' বললো, 'কোন মতে আমার সম্প্রদায় যদি জানতো–

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَٰلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

২৭. কীভাবে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন (৩২)!'

بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾

২৮. এবং আমি তারপর তার সম্প্রদায়ের উপর আস্মান থেকে বাহিনী অবতীর্ণ করিনি (৩৩) এবং না আমার সেখানে কোন বাহিনী অবতীর্ণ করার (প্রয়োজন) ছিলো।

وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿٢٨﴾

২৯. তা তো কেবল একটা বিকট শব্দ ছিলো, তখনই তারা নির্বাপিত হয়ে রয়ে গেলো (৩৪)।

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَٰمِدُونَ ﴿٢٩﴾

৩০. এবং বলা হলো, 'হায় আফসোস! ঐসব বান্দার জন্য (৩৫), যখন তাদের নিকট কোন রসূল আসেন, তখন তারা তাঁদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপই করে।

يَٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾

টীকা-৩৬. অর্থাৎ মক্কাবাসীগণ, যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করে।

টীকা-৩৭. অর্থাৎ দুনিয়ায় প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী নয়। এসব লোক কি এদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না?

টীকা-৩৮. অর্থাৎ সমস্ত উম্মতকে ক্বিয়ামত-দিবসে আমারই সম্মুখে হিসাব-নিকাশের জন্য বিচারের স্থানে হাযির করা হবে।

টীকা-৩৯. যা এ কথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মৃতকে জীবিত করবেন।

টীকা-৪০. বারি বর্ষণ করে

টীকা-৪১. অর্থাৎ যমীনে

টীকা-৪২. এবং আল্লাহ্ তা'আলার নি'মাতগুলোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেনা?

টীকা-৪৩. অর্থাৎ বিভিন্ন ধরণের ও বিভিন্ন প্রকারের।

টীকা-৪৪. শস্য ও ফলমূল ইত্যাদি

টীকা-৪৫. সন্তান- পুত্র ও কন্যাগণ,

টীকা-৪৬. জল ও স্থলের আশ্চর্যজনক সৃষ্টিগুলোর মধ্য থেকে, যেগুলো সম্বন্ধে মানুষ অবহিতই নয়।

টীকা-৪৭. আমার মহা শক্তির পক্ষে প্রমাণবহ।

টীকা-৪৮. তখন একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থেকে যায়, যেমন ভীষণ কালো বর্ণের হাব্‌শীর গায়ের সাদা পোষাক খুলে নেয়া হলে, এরপর শুধু কালোই কালো থেকে যায়।

এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী মহাশূন্য মূলতঃ অন্ধকারাচ্ছন্ন। সূর্যের আলো এর জন্য এক সাদা পোশাকের ন্যায়। যখন সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়, তখন ঐ (আলোর) পোষাক খসে পড়ে। আর মহাশূন্য তার মূল অবস্থায় মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে যায়।

টীকা-৪৯. অর্থাৎ যেই পর্যন্ত সেটার ভ্রমণের শেষ সীমা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। বস্তুতঃ তা হচ্ছে ক্বিয়ামত-দিবস। ঐ সময়সীমা পর্যন্ত তা চলমানই থাকবে।

অথবা এ অর্থ যে, তা আপন মান্‌যিলসমূহেই প্রদক্ষিণ করে। যখন সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী পশ্চিম সীমান্তে পৌঁছে, তখন পুণরায় ফিরে আসে। কেননা, এটাই তার নির্দ্ধারিত গন্তব্যস্থান।

৩১. তারা কি দেখেনি (৩৬) আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি যে, তারা এখন তাদের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী নয় (৩৭)?

৩২. এবং যতোই আছে সবাইকে তোমারই সম্মুখে হাযির করা হবে (৩৮)।

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ٣١

وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٣٢

রুকূ' - তিন

৩৩. এবং তাদের একটা নিদর্শন মৃতভূমি (৩৯); আমি সেটাকে জীবিত করেছি (৪০) এবং এরপর তা থেকে শস্য উৎপন্ন করেছি, অতঃপর তা থেকে তারা আহার করে।

৩৪. এবং আমি তাতে (৪১) বাগান সৃষ্টি করেছি- খেজুর ও আংগুরের এবং আমি তাতে কিছু সংখ্যক প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছি;

৩৫. যাতে সেটার ফলমূল থেকে আহার করতে পারে এবং এটা তাদের হাতের তৈরী নয়; তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে না (৪২)?

৩৬. পবিত্রতা তাঁরই জন্য, যিনি সব জোড়া সৃষ্টি করেছেন (৪৩) ঐসব বস্তু থেকে, যেগুলোকে তুমি উৎপন্ন করে (৪৪) এবং তাদের নিজেদের থেকে (৪৫) আর ঐসব বস্তু থেকে, যেগুলো সম্বন্ধে তাদের খবর নেই (৪৬)।

৩৭. এবং তাদের জন্য এক নিদর্শন (৪৭) রাত থেকে; আমি সেটার উপর থেকে দিনকে অপসারিত করে নিই (৪৮); তখনই তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে;

৩৮. এবং সূর্য ভ্রমণ করে আপন এক অবস্থানের জন্য (৪৯); এটা হচ্ছে নির্দেশ পরাক্রমশালী, জ্ঞানময়ের (৫০)।

৩৯. এবং চন্দ্রের জন্য আমি মান্‌যিলসমূহ (তিথি) নির্দ্ধারণ করেছি (৫১), অবশেষে তা

وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ٣٣

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ٣٤

لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٣٥

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٣٦

وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ٣٧

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ٣٨

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ

টীকা-৫০. এবং এটা নিদর্শন, যা তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও চূড়ান্ত প্রজ্ঞারই প্রমাণ বহন করে।

টীকা-৫১. চন্দ্রের আঠাশটা মানযিল (তিথি) রয়েছে। প্রতি রাতে তা একেকটা মানযিলে অবস্থান করে। আর সেটা সমস্ত তিথিই প্রদক্ষিণ করে নেয়- না কম ভ্রমণ করে, না বেশী। উদয়ের তারিখ থেকে আঠাশতম তারিখ পর্যন্ত সমস্ত তিথি অতিক্রম করে নেয় এবং যদি মাস ত্রিশ দিনের হয়, তবে দু'রাত আর ঊনত্রিশ দিনের হলে এক রাত গোপন থাকে। আর যখন স্বীয় সর্বশেষ তিথিতে পৌঁছে, তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং ধনুকের ন্যায় বক্র ও হলদে বর্ণের

হয়ে যায়।

টীকা-৫২. যা শুষ্ক হয়ে হালকা-পাতলা, বক্র ও হলদে বর্ণের হয়ে যায়।

টীকা-৫৩. অর্থাৎ রাতে, যা সেটার জাঁকজমক প্রকাশের সময় সেটার সাথে মিলিত হয়ে সেটার আলোকে পরাভূত করে। কেননা, সূর্য ও চন্দ্রের প্রত্যেকটার জাঁকজমক প্রকাশের জন্য একট সময় নির্দিষ্ট আছে। সূর্যের জন্য দিন এবং চাঁদের জন্য রাত।

عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿٣٩﴾

لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۭ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٤٠﴾

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿٤١﴾

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿٤٢﴾

وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ﴿٤٣﴾

اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٤٤﴾

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٥﴾

وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٦﴾

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَاۗءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗٓ ڰ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٧﴾

পুনরায় (তেমনি) হয়ে গেলো যেমন খেজুরের পুরাতন শাখা (৫২)।

৪০. সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রকে নাগালে পাওয়া (৫৩) এবং না রাতের পক্ষে সম্ভব দিনকে অতিক্রম করা (৫৪) এবং প্রত্যেকটা একেক বৃত্তের মধ্যে ঘুরছে।

৪১. এবং তাদের জন্য একটা নিদর্শন এ যে, আমি তাদেরকে তাদের পূর্ব-পুরুষদের পৃষ্ঠদেশের মধ্যে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম (৫৫)।

৪২. এবং তাদের জন্য অনুরূপ নৌযানসমূহ সৃষ্টি করে দিয়েছি, যেগুলোতে তারা আরোহণ করছে।

৪৩. এবং আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি (৫৬), তখন এমন কেউ নেই যে, তাদের ফরিয়াদ শুনে সাড়া দেবে এবং না তাদেরকে রক্ষা করা হবে;

৪৪. কিন্তু আমার নিকট থেকে দয়া ও একটা সময় পর্যন্ত ভোগ করতে দেয়া (হলে) (৫৭)।

৪৫. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা ভয় করো তাকে, যা তোমাদের সম্মুখে আছে (৫৮) এবং যা তোমাদের পেছনে আগমনকারী (৫৯) এ আশায় যে, তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে;' তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৪৬. এবং যখনই তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ থেকে কোন নিদর্শন তাদের নিকট আসে,তখনই তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (৬০)।

৪৭. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ থেকে তাঁরই পথে ব্যয় করো।' তখন কাফিরগণ মুসলমানদেরকে বলে, 'আমরা কি তাকেই আহার করাবো, যাকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আহার করাতেন (৬১)?' তোমরা তো নও, কিন্তু সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে।

টীকা-৫৪. যে, দিনের সময়সীমা পূর্ণ হবার পূর্বে এসে যাবে- এমনও নয়; বরং রাত ও দিন উভয়ই নির্দ্ধারিত হিসাবের সাথে এসে যায়। সে গুলোর মধ্য থেকে কোনটাই আপন সময়ের পূর্বে আসে না এবং জ্যোতিষ্ক দু'টি অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্রের কোনটাই অপরটার জ্যোতি প্রকাশের সীমানায় প্রবেশকারী হয় না- না সূর্য রাতে চমকিত হয়, না চাঁদ দিনের বেলায়।

টীকা-৫৫. যা সামগ্রী ও আসবাবপত্র ইত্যাদিতে ভরপুর ছিলো। তা দ্বারা হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের 'কিশ্তি' বুঝানো হয়েছে, যাতে তাদের পূর্বপুরুষদেরকে আরোহণ করানো হয়েছিলো, আর (তখন) এসব তাদের সন্তান-সন্ততি তাদের পৃষ্ঠদেশেই ছিলো।

টীকা-৫৬. নৌযানসমূহ সত্ত্বেও

টীকা-৫৭. যেগুলো তাদের জীবন যাপনের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন।

টীকা-৫৮. অর্থাৎ পার্থিব শাস্তি

টীকা-৫৯. অর্থাৎ আখিরাতের শাস্তি

টীকা-৬০. অর্থাৎ তাদের প্রথা ও কর্মপন্থাই এ ছিলো যে, তারা প্রত্যেক আয়াত ও নসীহত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

টীকা-৬১. শানে নুযূলঃ এ আয়াত ক্বোরাঈশ বংশীয় কাফিরদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদেরকে মুসলমানগণ বলেছিলেন, "তোমরা আপন সম্পদের ঐ অংশটাই গরীব-মিসকীনদের জন্য ব্যয় করো, যা তোমরা নিজেদের ধারণা মতে, আল্লাহ্ তা'আলার জন্য বের করে নিয়েছো।" এর জবাবে তারা বললো, "আমরা কি তাদেরকেই আহার করাবো, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা আহার করাতে ইচ্ছা করলে আহার করাতেন? আল্লাহ্র ইচ্ছা হচ্ছে- মিসকীনদেরকে পরমুখাপেক্ষী করে রাখা। সুতরাং তাদেরকে আহার করতে দেয়া তাঁরই ইচ্ছার বিরোধিতা হবে।" এ কথাটা তারা কার্পণ্য বশতঃ বিদ্রূপ করেই বলেছিলো এবং এটা অত্যন্ত অবাস্তব ছিলো। কেননা, দুনিয় হচ্ছে পরীক্ষাস্থল। গরীব হওয়া ও ধনী হওয়া উভয়টাই হচ্ছে পরীক্ষা। গরীবের পরীক্ষা ধৈর্যের মাধ্যমে এবং ধনীর পরীক্ষা হয় আল্লাহ্র রাহে ব্যয়ের মাধ্যমে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত

আছে যে, মক্কা মুকার্‌রামায় 'যিন্দীক্ব' ★ লোকও ছিলো। যখন তাদেরকে বলা হতো, "মিস্‌কীনদেরকে দান করো;" তখন তারা বলতো, "কখনো না। এটা কীভাবে হতে পারে যে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা অভাবী করেন, তাকে আমরা আহার করাবো?"

টীকা-৬২. পুনরুত্থান ও ক্বিয়ামতের,

টীকা-৬৩. নিজেদের দাবীতে। তাদের এ সম্বোধন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবা কেরামকেই করা হয়েছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রসঙ্গে বলেন–

টীকা-৬৪. অর্থাৎ শিঙ্গার প্রথম ফুৎকারের, যা হযরত ইস্রাফীল আলায়হিস্ সালাম ফুৎকার করবেন।

টীকা-৬৫. বেচা-কেনায় ও পানাহারে এবং বাজার ও সভা সমিতিতে, পার্থিব কাজকর্মে যে, হঠাৎ ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান– ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যখানে কাপড় বিছানো থাকবে। না বেচাকেনা সম্পূর্ণ হতে পারবে, না কাপড় গুটিয়ে নিতে পারবে। ইত্যবসরে, ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ লোকেরা আপন আপন কাজে লিপ্ত থাকবে, আর ঐ কাজ তেমনি অসম্পূর্ণ পড়ে থাকবে, না সেগুলো তারা নিজেরা পূর্ণ করতে পারবে, না অন্য কাউকেও তা সম্পূর্ণ করার জন্য বলতে পারবে। আর যারা ঘর থেকে বাইরে গেছে,তারা আর ফিরে আসতে পারবে না। সুতরাং এরশাদ হচ্ছে–

৪৮. এবং বলে, 'কবে আসবে এ প্রতিশ্রুতি (৬২), যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৬৩)?'

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯. অপেক্ষা করছে না, কিন্তু একটা বিকট শব্দের (৬৪), যা তাদেরকে গ্রাস করবে যখন তারা দুনিয়ায় ঝগড়ার মধ্যে আটকা পড়ে থাকবে (৬৫)।

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০. তখন তারা না ওসীয়ত করতে পারবে, এবং না আপন ঘরে ফিরে যেতে পারবে (৬৬)।

فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٠﴾

রুকূ' – চার

৫১. এবং ফুৎকার দেয়া হবে শিঙ্গায় (৬৭), তখনই তারা কবরগুলো থেকে (৬৮) আপন প্রতিপালকের প্রতি ছুটে আসবে।

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২. বলবে, 'হায়, আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করলো (৬৯)! এটা হচ্ছে তাই, যার পরম করুণাময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রসূলগণ সত্যই বলেছেন (৭০)।'

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩. তা' তো হবে না, কিন্তু এক বিকট শব্দ (৭১), তখনই তারা সবাই আমার সম্মুখে হাযির হয়ে যাবে (৭২)।

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪. সুতরাং আজ কোন আত্মার উপর কোন যুলুম হবে না এবং তোমরা প্রতিফল পাবে না, কিন্তু আপন কৃতকর্মের।

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾

টীকা-৬৬. সেখানেই মরে যাবে এবং ক্বিয়ামত সুযোগ ও অবকাশ দেবে না।

টীকা-৬৭. দ্বিতীয়বার। এটা দ্বিতীয় ফুৎকার, যা মৃতদেরকে উঠানোর জন্য করা হবে। আর ঐ দু'টি ফুৎকারের মধ্যভাগে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে।

টীকা-৬৮. জীবিত হয়ে

টীকা-৬৯. এই উক্তিটা কাফিরদেরই হবে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, "তারা এ কথাটা এ জন্যই বলবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা উভয় ফুৎকারের মধ্যভাগে তাদের থেকে শাস্তি উঠিয়ে নেবেন,আর এ সময়টুকুতে তারা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকবে। আর দ্বিতীয় ফুৎকারের পর যখন উঠানো হবে এবং ক্বিয়ামতের অবস্থাদি দেখবে তখন এভাবে চিৎকার করে উঠবে। আর এটাও কথিত আছে যে, যখন কাফিরগণ জাহান্নাম ও এর শাস্তি দেখবে,তখন সেটার মুকাবিলায় কবরের শাস্তি তাদের নিকট সহজতর মনে হবে। এ কারণে, তারা নিজেদের দুর্ভোগের কথা উল্লেখ করে চিৎকার করে উঠবে এবং তখন বলবে–

টীকা-৭০. এবং তখনকার স্বীকারোক্তি তাদের কোন উপকারে আসবে না।

টীকা-৭১. অর্থাৎ সর্বশেষ ফুৎকারে এক ভয়ঙ্কর শব্দ হবে।

টীকা-৭২. হিসাব-নিকাশের জন্য পুনরায় তাদেরকে বলা হবে–

★ যারা আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর বিধিবিধানকে পরোক্ষভাবে অস্বীকার করে।

টীকা-৭৩. বিভিন্ন প্রকারের নি'মাত এবং বিভিন্ন ধরণের খুশী। আর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আতিথ্য, জান্নাতের নহরসমূহের পার্শ্বে বেহেশ্তী বৃক্ষরাজির মনোরম পরিবেশ, মনোমুগ্ধকর গান-বাজনা, বেহেশ্তের সুন্দরী রমণীদের সান্নিধ্য এবং বিভিন্ন প্রকারের নি'মাতের আস্বাদন- এ গুলোই হবে তাঁদের কর্মব্যস্ততা।

৫৫. নিশ্চয় জান্নাতবাসীগণ সেদিন মনের আনন্দে শান্তি ভোগ করবে (৭৩)

إِنَّ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬. তারা এবং তাদের বিবিগণ ছায়াসমূহে থাকবে আসনসমূহে হেলান দিয়ে।

هُمْ وَأَزْوٰجُهُمْ فِي ظِلٰلٍ عَلَى الْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭. তাদের জন্য তাতে ফলমূল থাকবে এবং তাদের জন্য থাকবে তাতে যা তারা চাইবে।

لَهُمْ فِيْهَا فٰكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮. তাদের উপর হবে 'সালাম', বলা হবে- পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (৭৪)।

سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾

৫৯. আর 'আজ পৃথক হয়ে যাও হে অপরাধীরা (৭৫)!'

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০. হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করিনি (৭৬) যে, শয়তানকে পূজা করো না (৭৭), নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ أَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٠﴾

৬১. এবং আমার বন্দেগী করো (৭৮)। এটাই সোজা পথ।

وَّأَنِ اعْبُدُوْنِيْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾

৬২. এবং নিশ্চয় সে তোমাদের মধ্যে অনেক সৃষ্টিকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। তবুও কি তোমাদের বিবেক ছিলো না (৭৯)?

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا أَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩. এটা হচ্ছে ঐ জাহান্নাম, যেটার তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি ছিলো।

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪. আজ সেটার মধ্যে যাও; প্রতিফলস্বরূপ নিজেদের কুফরের।

اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫. আজ আমি তাদের মুখগুলোর উপর মোহর করে দেবো (৮০) এবং তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে (৮১)।

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى أَفْوٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬. এবং আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে তাদের চক্ষুসমূহকে বিলীন করে দিতাম (৮২); অতঃপর তারা লক্ষ দিয়ে রাস্তার দিকে যেতো, তখন তারা কিছুই দেখতো না (৮৩)।

وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭. এবং আমি ইচ্ছা করলে তাদের ঘরে বসা অবস্থায়ই তাদের আকৃতিগুলো বিকৃত করে দিতাম (৮৪)। তখন তারা না আগে বাড়তে পারতো, না পেছনে ফিরে আসতে পারতো (৮৫)।

وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾

টীকা-৭৪. অর্থাৎ মহামহিম আল্লাহ্ তাদের প্রতি সালাম বলবেন- চাই পরোক্ষভাবে হোক অথবা প্রত্যক্ষভাবে হোক। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য। এর অর্থ হচ্ছে- ফিরিশ্তাগণ জান্নাতবাসীদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়ে এসে বলবেন- "তোমাদের উপর তোমাদের পরম দয়াময়ের সালাম!"

টীকা-৭৫. যখন মু'মিনদেরকে জান্নাতের দিকে রওনা করা হবে, তখন কাফিরদেরকে বলা হবে- "তোমরা পৃথক হয়ে যাও। মু'মিনদের থেকে আলাদা হয়ে যাও।" অপর এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, এই নির্দেশ কাফিরদেরকে দেয়া হবে যেন পৃথক পৃথক হয়ে জাহান্নামের মধ্যে নিজ নিজ অবস্থানের উপর পৌঁছে যায়।

টীকা-৭৬. আপন নবীগণের মাধ্যমে

টীকা-৭৭. তার আনুগত্য করো না,

টীকা-৭৮. অন্য কাউকে আমার ইবাদতে শরীক করো না।

টীকা-৭৯. যে, তোমরা তার শত্রুতা ও বিভ্রান্তকরণকে বুঝতে? যখন তারা জাহান্নামের নিকটে পৌঁছবে, তখন তাদেরকে বলা হবে-

টীকা-৮০. যাতে তারা বলতে না পারে এবং এ মোহর করা তাদের এ কথা বলার কারণে হবে, "আমরা মুশরিক ছিলাম না, না আমরা রসূলগণকে অস্বীকার করেছি।"

টীকা-৮১. তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বলে উঠবে এবং যা কিছু সেগুলো দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিলো সবই বলে দেবে।

টীকা-৮২. যে, চিহ্ন পর্যন্ত বাকী থাকতো না- এমনই অন্ধ করে দিতাম।

টীকা-৮৩. কিন্তু আমি এমন করিনি এবং আপন অনুগ্রহ ও বদান্যতা দ্বারা দৃষ্টিশক্তির নি'মাতকে তাদের নিকট অবশিষ্ট রেখেছি। সুতরাং এখন তাদের কর্তব্য হচ্ছে সেটার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও কুফর না করা।

টীকা-৮৪. এবং তাদেরকে বানর অথবা শূকরে পরিণত করে দিতাম।

টীকা-৮৫. এবং তাদের অপরাধই এর দাবীদার ছিলো; কিন্তু আমি আমার রহমত ও হিকমতের চাহিদা অনুযায়ী তাদের শাস্তির ক্ষেত্রে ত্বরা করিনি এবং

তাদের জন্য অবকাশ রেখেছি।

টীকা-৮৬. অর্থাৎ সে শিশু অবস্থার ন্যায় দুর্বলতা ও অক্ষমতার দিকে ফিরে যেতে আরম্ভ করে এবং ক্রমশঃ তার শক্তি ও ক্ষমতা এবং শরীর ও বুদ্ধি হ্রাস পেতে থাকে।

টীকা-৮৭. যে, যিনি অবস্থাদিতে পরিবর্তন ঘটানোর উপর এমনই শক্তিমান হন যে, শিশু-অবস্থার দুর্বলতা ও অক্ষমতা এবং শারীরিকভাবে ছোট ও অজ্ঞতার পর যৌবনের শক্তি ও সামর্থ্য এবং সুঠাম শরীর ও জ্ঞান দান করেন। অতঃপর বার্দ্ধক্য ও শেষ বয়সে এ সুঠামদেহী যুবককে হালকা-পাতলা ও হীন করে দেন। তখন না তার সেই স্বাস্থ্য অবশিষ্ট থাকে, না শক্তি। উঠা ও বসার মধ্যে দুর্বলতারই সম্মুখীন হয়। বিবেক ও বুদ্ধি কাজ করে না। কথাবার্তা ভুলে যায়। আত্মীয়-স্বজনদের চিনতে পারে না। যে প্রতিপালক এ পরিবর্তন সাধন করেন তিনি এর উপর শক্তিমান যে, চক্ষুদান করার পর তা বিলুপ্ত করবেন এবং ভাল-আকৃতি দান করার পর সেটাকে বিকৃত করবেন আর মৃত্যু ঘটানোর পর পুনরায় জীবিত করবেন।

টীকা-৮৮. অর্থ এ যে, আমি আপনাকে কাব্য রচনার অভিজ্ঞতা দান করিনি। অথবা এ যে, ক্বোরআন কাব্য শিক্ষার জন্য নয়; আর 'কাব্য' দ্বারা এখানে 'মিথ্যা বাণী' বুঝানো উদ্দেশ্য- চাই ছন্দময় হোক কিংবা না-ই হোক। এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যেগুলো দ্বারা প্রকৃত অবস্থাগুলো প্রকাশ পায়। আর হুযূরের জ্ঞানসমূহ বাস্তবভিত্তিক ও বাস্তবানুযায়ীই; মিথ্যা কাব্য নয়, যা বাস্তবিকপক্ষে অজ্ঞতাই। তা তাঁর জন্য মানানসই নয়। আর তাঁর পবিত্র দামন তা থেকে পবিত্র।

এতে 'কাব্য' মানে ছন্দময় বাণী সম্পর্কে জানা। কিন্তু সেটা বিশুদ্ধ ও দুর্বল, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টকে চেনার অস্বীকৃতি নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জ্ঞান সম্পর্কে সমালোচনাকারীদের জন্য এ আয়াত কোন মতেই সনদ হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা হুযূরকে (দঃ) সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান দান করেছেন। এ বিষয়কে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে এ আয়াতকে পেশ করা নিছক ভুল।

শানেনুযূলঃ ক্বোরাঈশ বংশীয় কাফিরগণ বলেছিলো, "মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কবি। আর তিনি যা বলেন, অর্থাৎ ক্বোরআন পাক, তা হচ্ছে 'কাব্য'।" এটা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য এটাও ছিলো যে, (আল্লাহরই আশ্রয়!) এটা 'মিথ্যা বাণী'। যেমন ক্বোরআন করীমে তাদের উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে-

بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ

(বরং তিনি মিথ্যা রচনা করেছেন; বরং তিনি একজন কবি।) এ আয়াতে সেটারই খণ্ডন করা হয়েছে যে, 'আমি আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এমন অবাস্তব কথা বলার অভিজ্ঞতাই দান করিনি। এ কিতাবও মিথ্যা কাব্য-শ্লোকের ধারক নয়। ক্বোরাঈশ বংশীয় কাফিরগণ ভাষার ক্ষেত্রে এমন রুচিহীন ও ভাষা-অলংকার শাস্ত্র সম্পর্কে এমন অজ্ঞ ছিলোনা যে, গদ্যকে পদ্য বলে দিতো এবং পবিত্র কালামকে কাব্য ও ছন্দময় বাক্য বলে বসতো'! আর 'বাক্য' নিছক অলংকার শাস্ত্রের মাপকাঠির উপর হওয়া এমনও ছিলো না যে, সেটার উপর আপত্তি উত্থাপন করা যেতো।' এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, ঐসব ধর্মহীনের উদ্দেশ্য 'কাব্য' দ্বারা 'মিথ্যা কাব্য'ই বুঝানো ছিলো। (মাদারিক, জুমাল, রুহুল বয়ান)

রুকূ' - পাঁচ

৬৮. এবং যাকে আমি দীর্ঘায়ু প্রদান করি তাকে সৃষ্টিগত গঠনের মধ্যে উল্টো দিকে ফিরিয়ে দিই (৮৬)। তবুও কি তারা বুঝে না (৮৭)?	وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۞
৬৯. এবং আমি তাঁকে কাব্য রচনা করা শেখাই নি (৮৮) এবং না তা তাঁর পক্ষে শোভা পায়। তা তো নয়, কিন্তু উপদেশ ও সুস্পষ্ট ক্বোরআনই (৮৯);	وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ۞
৭০. যাতে সতর্ক করে যে জীবিত থাকে তাকে (৯০); এবং (যাতে) কাফিরদের উপর বাণী অবধারিত হয়ে যায় (৯১)।	لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۞

মানযিল - ৫

হযরত শায়খ-ই-আকবর (মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী) কুদ্দিসা সিররুহু এ আয়াতের অর্থের প্রসঙ্গে বলেন- অর্থ এ যে, 'আমি (আল্লাহ্) আপন নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এমন কোন জটিল ও সংক্ষিপ্ত কথা বলিনি, যাতে অর্থ গোপন থাকার সম্ভবনা থাকে, বরং সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার কথাই বলেছি, যা দ্বারা সমস্ত অন্তরায় দূরীভূত হয়ে যায় এবং জ্ঞান সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

যেহেতু, কাব্য অর্থহীন, দ্ব্যর্থক, ইঙ্গিতপূর্ণ এবং সংক্ষেপ বাক্যেরই প্রকাশ স্থল হয়। সে কারণে 'কাব্য'-এর অস্বীকৃতি প্রকাশ করে এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

টীকা-৮৯. পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট, সত্য ও পথ-নির্দেশনা। কোথায় সেই পবিত্র আসমানী কিতাব, সমস্ত জ্ঞানের ধারক? আর কোথায় কাব্যের মতো মিথ্যা বাণী?

چہ نسبت خاک را با عالم پاک "পবিত্র জগতের সাথে মৃত্তিকার কী তুলনা হতে পারে?" (আল কিব্রীত আল-আহ্মর, কৃত, শায়খ-ই-আকবর মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি।)

টীকা-৯০. অন্তরকে জীবিত রাখে; বাণী ও সম্বোধন বুঝে। বস্তুতঃ এই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মু'মিনেরই।

টীকা-৯১. অর্থাৎ শাস্তির যৌক্তিকতা ও প্রমাণ স্থির হয়ে যায়।

টীকা-৯২. অর্থাৎ বশীভূত ও নির্দেশাধীন করে দিয়েছি।

টীকা-৯৩. এবং আরো উপকার রয়েছে, যেমন– সে গুলোর চামড়া, লোম ও পশম ইত্যাদি ব্যবহার করে

টীকা-৯৪. দুধ ও দুধ থেকে তৈরী বস্তুসমূহ– দধি, মিষ্টি ইত্যাদি।

টীকা-৯৫. আল্লাহ্ তা'আলার ঐসব নি'মাতের?

টীকা-৯৬. অর্থাৎ প্রতিমাগুলোর পূজা করতে থাকে,

টীকা-৯৭. এবং বিপদাপদে কাজে আসে আর শাস্তি থেকে রক্ষা করে। বস্তুতঃ এমন সম্ভবপর নয়।

টীকা-৯৮. কেননা, প্রাণহীন জড়পদার্থ, শক্তিহীন, অনুভূতিহীন

৭১. এবং তারা কি দেখেনি যে, আমি আপন হাতের তৈরীকৃত চতুষ্পদ জন্তু তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি, অতঃপর এরা সেগুলোর মালিক?

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾

৭২. এবং সেগুলোকে তাদের জন্য নরম করে দিয়েছি (৯২)। সুতরাং কতেকের উপর আরোহণ করে এবং কতেককে আহার করে।

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩. এবং তাদের জন্য সেগুলোর মধ্যে কয়েক প্রকার উপকারিতা (৯৩) এবং পানীয় বস্তুসমূহ রয়েছে (৯৪)। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না (৯৫)?

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

৭৪. এবং তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য খোদা সাব্যস্ত করে নিয়েছে (৯৬), এ আশায় যে, তাদেরকে সাহায্য করা হবে (৯৭)।

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿٧٤﴾

৭৫. সেগুলো তাদের সাহায্য করতে পারে না (৯৮) এবং সেগুলো তাদের বাহিনী, সবাইকে গ্রেফতার করে জাহান্নামের মধ্যে হাযির করা হবে (৯৯)।

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬. অতএব, আপনি তাদের কথায় দুঃখ করবেন না (১০০), নিশ্চয় আমি জানি যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে (১০১)।

فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾

৭৭. এবং মানুষ কি দেখেনি যে, আমি তাকে পানির ফোঁটা থেকে সৃষ্টি করেছি? তখনই সে প্রকাশ্য ঝগড়াটে (১০২)।

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾

৭৮. এবং আমার জন্য উপমা রচনা করে (১০৩) এবং নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে গেছে

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ

টীকা-৯৯. অর্থাৎ কাফিরদের সাথে তাদের মূর্তিগুলোকেও গ্রেফতার করে হাযির করা হবে। আর সবাই জাহান্নামে প্রবেশ করবে– বোতগুলোও এবং তাদের পূজারীরাও।

টীকা-১০০. এতে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শান্তনা দিচ্ছেন যেন কাফিরদের মিথ্যারোপ ও অস্বীকার, তাদের নির্যাতন ও যুলুমের কারণে দুঃখিত না হন।

টীকা-১০১. আমি তাদেরকে কৃতকর্মের শাস্তি দেবো,

টীকা-১০২. শানে নুযূলঃ এ আয়াত 'আস্ ইবনে ওয়া-ইল অথবা আবূ জাহল এবং প্রসিদ্ধ অভিমতানুসারে, উবাই-ইবনে খালাফ জামহীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে; যে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের অস্বীকৃতির মধ্যে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে এসেছিলো। তখন তার হাতে একটা গলিত হাড্ডি ছিলো, যা ভেঙ্গেই যাচ্ছিলো। আর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে লাগলো, "আপনি কি এ ধারণা করেন যে, এ হাড়টা পঁচে গলে যাওয়ার এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও আল্লাহ্ তা'আলা জীবিত করবেন?" হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এরশাদ ফরমান, "হাঁ, এবং তোমাকেও মৃত্যুর পর উঠাবেন এবং জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তার অজ্ঞতাকে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে যে, গলিত অস্থিও বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবার পর আল্লাহ্ তা'আলার কুদ্‌রতে জীবন গ্রহণ করা, স্বীয় অজ্ঞতার কারণে অসম্ভব মনে করা কতই বোকামী! সে নিজে নিজকেও দেখছেনা– সে প্রারম্ভে ছিলো এক ফোঁটা নাপাক বীর্য, গলিত হাড্ডি অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ ক্ষমতা তাতে প্রাণের সঞ্চার করলো, মানুষে পরিণত করলো। অতঃপর এমনই অহংকারী দাম্ভিক মানুষ হলো যে, তাঁরই ক্ষমতাকে অস্বীকার করে বিতর্ক করার জন্য এসে গেছে। এতটুকু ভেবে দেখছেনা যে, যেই সর্বশক্তিমান মহাসত্য স্রষ্টা শুক্রবিন্দুকে শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান মানুষে পরিণত করেন তাঁরই ক্ষমতায় গলিত হাড্ডিকে দ্বিতীয়বার জীবন দান করা অসম্ভব হবে কেন? এবং সেটাকে অসম্ভব মনে করা কতই স্পষ্ট মূর্খতা!

টীকা-১০৩. অর্থাৎ গলিত হাড্ডিকে হাতে গুঁড়ো করে উদাহরণ তৈরী করে যে, 'এটাতো এমনই বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, কীভাবে জীবিত হবে?'

টীকা-১০৪. যে, শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

টীকা-১০৫. পূর্ববর্তী সম্বন্ধেও, মৃত্যুর পরবর্তী সম্বন্ধেও;

টীকা-১০৬. আরবে দু'ধরণের বৃক্ষ জন্মে, যে গুলো সেখানকার জঙ্গলেই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। একটার নাম 'মারখ্' (مــرخ), অপরটার নাম 'আফফার' (عفـــار)। সেই দু'টি বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য এ যে, যখন সেগুলোর সবুজ ডাল-পালা কেটে একটাকে অপরটার সাথে ঘর্ষণ করা হয়, তখন তা থেকে আগুন জ্বলে উঠে; অথচ সেগুলো এতই ভেজা হয় যে, সেগুলো থেকে পানি ঝরতে থাকে। এতে কুদ্‌রতের কেমন আশ্চর্যজনক নিদর্শন রয়েছে যে, আগুন ও পানি উভয়ই পরস্পর বিপরীত। উভয়ই আবার একই স্থানে একই কাঠের মধ্যে মওজুদ। না পানি আগুন নির্বাপিত করে, না আগুন কাঠকে জ্বালায়! যেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র এ কলা-কৌশল, তিনি যদি একই শরীরে মৃত্যুর পরে জীবন সঞ্চারিত করেন তাহলে তা তাঁর কুদ্‌রত বহির্ভূত হবে কেন? আর সেটাকে অসম্ভব বলা কুদ্‌রতের নিদর্শন দেখে মূর্খ ও একগুঁয়েসুলভ অস্বীকারেরই শামিল।

টীকা-১০৭. কিংবা তাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করতে পারেন না?

টীকা-১০৮. নিশ্চয় তিনি তাতে ক্ষমতাবান।

টীকা-১০৯. যে, তা সৃষ্টি করবেন

টীকা-১১০. অর্থাৎ সৃষ্টিকুলের অস্তিত্ব তাঁরই আদেশের তাবেদার।

টীকা-১১১. পরকালের মধ্যে। ★

****

টীকা-১. 'সূরা ওয়াস্ সাফ্‌ফাত' মক্কী; এ'তে পাঁচটি রুকূ', একশ বিরাশিটি আয়াত, আটশ ষাটটি পদ এবং তিন হাজার আটশ ছাব্বিশটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কয়েকটি দলের শপথ স্মরণ করেছেন। হয়ত সেগুলো দ্বারা ফিরিশ্‌তাদের দল বুঝানো হয়েছে, যাঁরা নামাযীদের মত সারিবদ্ধ হয়ে তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় রত থাকেন; অথবা দ্বীনী আলিমদের দল, যাঁরা তাহাজ্জুদ ও সমস্ত নামাযে সারিবদ্ধ হয়ে ইবাদতে মগ্ন থাকেন; অথবা গাযীদের দল, যাঁরা আল্লাহ্‌র পথে কাতারবন্দী হয়ে সত্যের দুশমনদের সম্মুখীন হন। (মাদারিক)

قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ﴿٧٨﴾

(১০৪)। বললো, 'এমন কে আছে যে, অস্থিগুলোতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন সেগুলো একেবারে পঁচে গলে যায়?'

قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٩﴾

৭৯. আপনি বলুন! 'সেগুলো তিনিই জীবিত করবেন, যিনি প্রথম বারেই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই নিকট প্রত্যেক সৃষ্টির জ্ঞান রয়েছে (১০৫);

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি করেন, তখনই তোমরা তা দ্বারা আগুন জ্বালিয়ে থাকো (১০৬)।

اَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلٰى ۚ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨١﴾

৮১. এবং যিনি আস্‌মান ও যমীন সৃষ্টি করেন, তিনি কি সেগুলোর মতো আরো সৃষ্টি করতে পারেন না (১০৭)? কেন নয় (১০৮)? এবং তিনিই হন মহান স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٨٢﴾

৮২. তাঁর কাজ তো এ যে, যখন কোন কিছু করতে চান (১০৯) তখন সেটার উদ্দেশ্যে বলেন, 'হয়ে যা।' তা তৎক্ষণাৎ হয়ে যায় (১১০)।

فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. সুতরাং পবিত্রতা তাঁরই, যাঁর হাতে প্রত্যেক কিছুর অধিকার রয়েছে এবং তারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে (১১১)। ★

সূরা সাফ্‌ফাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা সাফ্‌ফাত মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১৮২ রুকূ'-৫

রুকূ' - এক

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ﴿١﴾

১. শপথ তাদের, যারা নিয়মিতভাবে সারিবদ্ধ (২);

فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ﴿٢﴾

২. অতঃপর তাদের, যারা কঠোরভাবে পরিচালনা করে (৩);

টীকা-৩. প্রথমোক্ত অর্থের ভিত্তিতে, 'কঠোরভাবে পরিচালনাকারীগণ' দ্বারা ফিরিশ্‌তাদের বুঝানো হয়েছে, যাঁরা মেঘমালা চালনার দায়িত্বে নিয়োজিত এবং

★ 'সূরা য়া-সীন' সমাপ্ত।

নেতৃলোকে নির্দেশ দিয়ে চালনা করে থাকেন। আর দ্বিতীয় অর্থের ভিত্তিতে, ঐ সমস্ত আলিম বুঝায়, যাঁরা ওয়াজ-নসীহত দ্বারা লোকজনকে ভয় দেখিয়ে দ্বীনের রাহে পরিচালনা করেন।

তৃতীয় অর্থের ভিত্তিতে, ঐ সমস্ত গাযী বুঝায়, যাঁরা অশ্বগুলোকে হাঁকিয়ে যুদ্ধের মধ্যে পরিচালনা করেন।

টীকা-৪. অর্থাৎ আস্‌মান ও যমীন এবং সেগুলোর মধ্যবর্তী সৃষ্টিকুল এবং সমস্ত সীমান্ত ও দিগন্ত– সব কিছুরই মালিক হচ্ছেন তিনিই; সুতরাং অন্য কেউ কিভাবে ইবাদতের উপযোগী হতে পারে? অতএব, তিনি শরীক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۝٣

৩. অতঃপর তাদেরই দলগুলোর, যারা ক্বোরআন পাঠ করে;

اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝٤

৪. নিশ্চয় তোমাদের মা'বূদ অবশ্যই এক।

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝٥

৫. মালিক আস্‌মানসমূহ ও যমীনের এবং যা কিছু সেগুলোর মধ্যখানে আছে এবং মালিক পূর্ব-দিকগুলোর (৪)।

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِۨ الْكَوَاكِبِ ۝٦

৬. এবং নিশ্চয় আমি নিম্ন আস্‌মানকে (৫) তারকারাজির সাজে সজ্জিত করেছি;

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۝٧

৭. এবং রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে (৬)।

لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝٨

৮. ঊর্ধ্ব-জগতের দিকে কর্ণপাত করতে পারে না (৭) এবং তাদের উপর প্রত্যেক দিক থেকে আঘাত হানা হয় (৮);

دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝٩

৯. তাদেরকে বিতাড়নের জন্য এবং তাদের জন্য (৯) অবিরাম শাস্তি রয়েছে;

اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝١٠

১০. কিন্তু যে এক-আধবার ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে (১০), তখনই জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করেছে (১১)।

فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ۝١١

১১. সুতরাং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন (১২), 'তাদের সৃষ্টি কি অধিকতর মজবুত, না আমার অন্যান্য সৃষ্টি– আস্‌মানসমূহ ও ফিরিশ্‌তাকুল ইত্যাদির (১৩)?' নিশ্চয় আমি তাদেরকে আঠাল মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি (১৪)।

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ ۝١٢

১২. বরং আপনি আশ্চর্য বোধ করেছেন (১৫) এবং তারা হাসি-ঠাট্টা করছে (১৬);

وَاِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ۝١٣

১৩. এবং বুঝালেও বুঝছেনা।

وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ۝١٤

১৪. এবং যখন কোন নিদর্শন দেখে (১৭) তখন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে

وَقَالُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝١٥

১৫. এবং বলে, 'এতো নয়, কিন্তু সুস্পষ্ট যাদু।

টীকা-৫. যা যমীনের অনুপাতে অন্যান্য আস্‌মান অপেক্ষা নিকটতর।

টীকা-৬. অর্থাৎ আমি আস্‌মানকে প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে মুক্ত রেখেছি। যখন শয়তানগণ আস্‌মানের উপর যাবার ইচ্ছা করে, তখন ফিরিশ্‌তাগণ উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করে তাদেরকে তাড়া করেন। সুতরাং শয়তানগণ আস্‌মানের উপর যেতে পারে না এবং

টীকা-৭. এবং আস্‌মানের ফিরিশ্‌তাদের কথোপকথন শুনতে পারে না

টীকা-৮. অঙ্গারসমূহের; যখন তারা এতদুদ্দেশ্যে আস্‌মানের দিকে যায়;

টীকা-৯. পরকালের

টীকা-১০. অর্থাৎ যদি কোন শয়তান ফিরিশ্‌তাদের কোন শব্দ কখনো নিয়ে পলায়ন করে,

টীকা-১১. তাকে জ্বালানোর ও কষ্ট দেয়ার জন্য।

টীকা-১২. অর্থাৎ মক্কার কাফিরদেরকে,

টীকা-১৩. সুতরাং যেই সত্য সর্বশক্তিমানের পক্ষে আস্‌মান ও যমীনের মতো মহান সৃষ্টিকে পয়দা করা কোন মুশকিল ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়, সুতরাং মানুষকে সৃষ্টি করা তাঁর জন্য অসাধ্য হবে কেন?

টীকা-১৪. এটা তাদের দুর্বলতার আরেক সাক্ষ্য। কারণ, তাদের সৃষ্টির মূল উপাদান হচ্ছে মাটি; যা কোন কঠোরতা ও শক্তি ধারণ করে না। আর তাতে তাদের বিরুদ্ধে আরেকটা প্রমাণ স্থির করা হয়েছে যে, আঠাল মৃত্তিকাই তাদের সৃষ্টির উপাদান। সুতরাং এখন শেষ পর্যন্ত শরীর পঁচে গলে মাটি হয়ে যাবার পর ঐ মাটি থেকে পুনরায় সৃষ্টি করাকে তারা কেন অসম্ভব মনে করছে? উপাদানও মওজুদ, স্রষ্টাও মওজুদ। সুতরাং পুনরায় সৃষ্টি কীভাবে অসম্ভব হতে পারে?

টীকা-১৫. তাদের অস্বীকারের ফলে যে, এমন সুস্পষ্ট অর্থবোধক আয়াত ও প্রমাণাদি সত্ত্বেও তারা কিভাবে মিথ্যারোপ করে!

টীকা-১৬. আপনার সাথে, আপনার বিস্মিত হবার সাথে অথবা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের সাথে।

টীকা-১৭. যেমন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ ইত্যাদি অলৌকিক শক্তি।

টীকা-১৮. যারা আমাদের থেকে কালে অগ্রবর্তী। কাফিরদের মতে, তাদের বাপ-দাদার পুনরুত্থান তাদের নিজেদের পুনর্জীবিত হওয়া অপেক্ষাও অধিকতর অসাধ্য ব্যাপার ছিলো। এ কারণেই তারা একথা বলেছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

টীকা-১৯. অর্থাৎ পুনরুত্থান।

টীকা-২০. একটা মাত্র ভয়ানক শব্দ দ্বিতীয় ফুৎকারের।

টীকা-২১. জীবিত হয়ে আপন কৃতকর্মসমূহ এবং যে সব অবস্থার সম্মুখীন হবে সেগুলো-

টীকা-২২. অর্থাৎ ফিরিশ্তাগণ বলবে যে, এটা বিচারের দিন। এটা হিসাব ও প্রতিদানের দিন।

টীকা-২৩. দুনিয়ার মধ্যে এবং ফিরিশ্তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে।

টীকা-২৪. যালিমগণ দ্বারা কাফিরদের বুঝানো হয়েছে। আর তাদের জোড়াগণ দ্বারা তাদের শয়তানগণ বুঝানো হয়েছে; যারা দুনিয়ায় তাদের সহচর ও সাথী হিসেবে থাকতো। প্রত্যেক কাফিরকে তার শয়তানের সাথে একই শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে দেয়া হবে। আর হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন যে, 'জোড়া বা সহচরগণ' মানে 'সদৃশ ও সমতুল্যগণ'। অর্থাৎ প্রত্যেক কাফিরকে তার নিজের মতো কাফিরদের সাথে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। মূর্তি পূজারীকে মূর্তি পূজারীদের সাথে এবং অগ্নি-পূজারীকে অগ্নি-পূজারীর সাথে .... এভাবেই অনুমিত।

টীকা-২৫. 'পুল-সিরাতের' পাশে,

টীকা-২৬. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, ক্বিয়ামত-দিবসে বান্দা আপন স্থান থেকে হেলতে পারবে না যতক্ষণ না চারটা কথা তাকে জিজ্ঞাসা করা হবেঃ

এক) তার বয়স কোন্ কাজে অতিবাহিত হয়েছে?

দুই) তার জ্ঞান। তা অনুসারে কি কাজ করেছে?

তিন) তার সম্পদ কোত্থেকে অর্জন করেছে, কোথায় ব্যয় করেছে?

চার) তার শরীর। তা কোন্ কাজে ব্যবহার করেছে?

টীকা-২৭. এটা তাদেরকে জাহান্নামের দারোগা তিরস্কার করে বলবেন যে, 'দুনিয়ায় তো একে অপরের সাহায্য-সহযোগিতার উপর বড় অহংকার করতে! আজ দেখো, কতই অক্ষম! তোমাদের মধ্যে কেউ কারো সাহায্য করতে পারছো না।'

টীকা-২৮. অক্ষম ও লাঞ্ছিত হয়ে।

টীকা-২৯. নিজেদের নেতৃবর্গকে, যারা দুনিয়ায় পথভ্রষ্ট করতো।

ءَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾

১৬. আমরা কি যখন মরে মাটি ও হাড্ডি হয়ে যাবো তখনও কি আমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবো?

أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾

১৭. এবং আমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদাও কি (১৮)?'

قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾

১৮. আপনি বলুন, 'হাঁ, এমনি যে, লাঞ্ছিত হয়ে।'

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾

১৯. সুতরাং তা (১৯)-তো একটা মাত্র প্রচণ্ড শব্দ (২০)! তখনই তারা (২১) দেখতে থাকবে।

وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢٠﴾

২০. এবং বলবে, 'হায়, আমাদের দুর্ভোগ!' তাদেরকে বলা হবে, 'এটা বিচারের দিন (২২)।'

هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾

২১. এটা হচ্ছে ঐ ফয়সালার দিন, যাকে তোমরা অস্বীকার করতে (২৩)।

রুকূ' - দুই

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾

২২. হাঁকাও যালিমদের ও তাদের সহচরদেরকে (২৪) এবং যা কিছুর তারা পূজা করতো-

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾

২৩. আল্লাহকে ছাড়া। ঐসবকে হাঁকাও দোযখের পথের দিকে।

وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. এবং তাদেরকে থামাও (২৫), তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে (২৬),

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. 'তোমাদের কি হয়েছে? একে অপরকে কেন সাহায্য করছো না (২৭)?'

بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. বরং তারা আজ আত্মসমর্পণ করে আছে (২৮)।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. এবং তাদের মধ্যে একে অপরের দিকে মুখ করেছে, পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞাসাকারী অবস্থায়।

قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ

২৮. বললো (২৯), 'তোমরা আমাদের ডান

দিক থেকে পথভ্রষ্ট করার জন্য আসছিলে (৩০)।'

২৯. জবাব দেবে, 'তোমরা নিজেরাই ঈমানদার ছিলে না (৩১)।

৩০. এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন ক্ষমতাই ছিলো না (৩২); বরং তোমরা অবাধ্য লোক ছিলে।

৩১. সুতরাং সত্য প্রমাণিত হয়ে গেছে আমাদের উপর আমাদের প্রতিপালকের বাণী (৩৩); আমাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে (৩৪)।

৩২. সুতরাং আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছি, যেহেতু আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলাম।'

৩৩. সুতরাং সেদিন (৩৫) তারা সবাই শাস্তির মধ্যে শরীক হবে (৩৬)।

৩৪. অপরাধীদের সাথে আমি এরূপই করে থাকি।

৩৫. নিশ্চয় যখন তাদেরকে বলা হতো যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী নেই, তখন তারা অহংকার করতো (৩৭);

৩৬. এবং বলতো, 'আমরা কি আমাদের উপাস্যগুলোকে ছেড়ে দেবো এক উন্মাদ কবির কথায় (৩৮)?'

৩৭. বরং তিনি তো সত্য নিয়ে এসেছেন এবং তিনি রসূলগণের সত্যায়ন করেছেন (৩৯)।

৩৮. নিশ্চয় তোমাদেরকে অবশ্যই বেদনাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।

৩৯. সুতরাং তোমরা প্রতিফল পাবে না, কিন্তু আপন কৃতকর্মের (৪০)।

৪০. কিন্তু যাঁরা আল্লাহ্র মনোনীত বান্দা (৪১)।

৪১. তাদের জন্য ঐ জীবিকা রয়েছে, যা আমার জ্ঞানে রয়েছে–

৪২. ফলমূল (৪২); এবং তারা সম্মানিত হবে;

৪৩. শান্তির বাগানসমূহে;

৪৪. আসনসমূহে আসীন হবে সামনাসামনি (৪৩)।

৪৫. তাদের নিকট ফেরানো হবে, চোখেরই সামনে সুরাপূর্ণ পাত্র (৪৪)।

৪৬. সাদা রংয়ের (৪৫), পানকারীদের জন্য সুস্বাদু (৪৬)।

تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾

قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ ۖ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ﴿٣٠﴾

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴿٣١﴾

فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴿٣٢﴾

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾

وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٣٦﴾

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾

إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٣٨﴾

وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤١﴾

فَوَاكِهُ ۖ وَهُم مُّكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾

فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾

عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾

يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾

بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾

টীকা-৩০. অর্থাৎ ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমাদেরকে পথভ্রষ্টতার উপর উদ্বুদ্ধ করতো। এর জবাবে কাফিরদের নেতৃবর্গ বলবে এবং

টীকা-৩১. 'প্রথম থেকেই কাফির ছিলে এবং ঈমান থেকে স্বেচ্ছায় নিজেরাই বিমুখ হয়েছিলে।'

টীকা-৩২. যে, আমরা তোমাদেরকে আমাদের অনুসরণ করার জন্য বাধ্য করতাম!

টীকা-৩৩. যা তিনি বলেছেন, "আমি অবশ্যই জাহান্নামকে জিন্ ও মানব দ্বারা ভর্তি করবো।" এ কারণে–

টীকা-৩৪. এর শাস্তি পথভ্রষ্টদেরকেও এবং পথভ্রষ্টকারীদেরকেও ভোগ করতে হবে।

টীকা-৩৫. অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবসে।

টীকা-৩৬. পথভ্রষ্টগণও, তাদের পথভ্রষ্টকারী নেতৃবর্গও। কেননা, এরা সবাই দুনিয়ায় পথভ্রষ্ট করার কাজে শরীক ছিলো।

টীকা-৩৭. এবং 'তাওহীদ' গ্রহণ করতো না, শির্ক থেকে বিরত হতো না।

টীকা-৩৮. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার, আল্লাহ্র হাবীব মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের কথায়।

টীকা-৩৯. দ্বীন ও তাওহীদ এবং শির্ক প্রত্যাখ্যানে।

টীকা-৪০. ঐ শির্ক ও অস্বীকারের, যা দুনিয়ায় করে এসেছো!

টীকা-৪১. ঈমানদারগণ ও নিষ্ঠাবানগণ।

টীকা-৪২. এবং উত্তম ও সুস্বাদু নি'মাতসমূহ, রুচিসম্মত, সুগন্ধময় ও সুদৃশ্য।

টীকা-৪৩. একে অপরের প্রতি অন্তরঙ্গ ও আনন্দিত হয়ে।

টীকা-৪৪. যায় পবিত্র-পরিচ্ছন্ন নহরসমূহ চোখের সামনে প্রবাহিত হবে।

টীকা-৪৫. দুধ অপেক্ষাও অধিক সাদা।

টীকা-৪৬. পার্থিব ঐ মদ-সুরার বিপরীত, যা দুর্গন্ধময় ও অরুচিকর হয় এবং পানকারী তা পান করার সময় মুখমণ্ডল বিকৃত করে ফেলে।

টীকা-৪৭. যার কারণে বিবেক-বুদ্ধিতে বিকৃতি আসে।

টীকা-৪৮. দুনিয়ার মদের বিপরীত। এতে অনেক প্রকার ফ্যাসাদ ও দোষ-ত্রুটি রয়েছে। এর কারণে পেটেও ব্যথা হয়, মাথায়ও। প্রস্রাবেও যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় পরিবর্তন ঘটে। বমি হয়। মাথায় চক্কর আসে ও বিবেক-বুদ্ধি আপন স্থানে স্থির থাকে না।

টীকা-৪৯. যে, তার নিকট তার স্বামীই সুন্দর ও প্রিয় হয়।

টীকা-৫০. ধূলা-বালি থেকে মুক্ত, পরিচ্ছন্ন, চিত্তাকর্ষক রংসম্পন্ন।

টীকা-৫১. অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের মধ্য থেকে।

টীকা-৫২. যে, দুনিয়ায় কি অবস্থায় ছিলে, কোন্ কোন্ ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলে।

টীকা-৫৩. দুনিয়ায় যে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হবার বিষয়কে অস্বীকার করতো এবং সে সম্পর্কে তিরস্কার সূত্রে

টীকা-৫৪. অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার বিষয়কে।

টীকা-৫৫. এবং আমাদের নিকট থেকে হিসাব নেয়া হবে। এটা বর্ণনা করে ঐ জান্নাতী আপন জান্নাতী বন্ধুকে-

টীকা-৫৬. যে, আমার ঐ সঙ্গী জাহান্নামে কি অবস্থায় আছে!

টীকা-৫৭. যে, শাস্তির মধ্যে আক্রান্ত। তখনও এ জান্নাতী তাকে-

টীকা-৫৮. সোজা পথ থেকে বিপথগামী করে।

টীকা-৫৯. এবং যদি আপন দয়া ও বদান্যতা দ্বারা আমাকে তোমার বিপথগামী করা থেকে রক্ষা না করতেন এবং ইস্লামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার শক্তি না দিতেন তবে

টীকা-৬০. তোমার সাথে জাহান্নামে; এবং যখন মৃত্যুকে যবেহ করে ফেলা হবে তখন জান্নাতীগণ ফিরিশ্‌তাদেরকে বলবে-

টীকা-৬১. সেটাই যা দুনিয়ায় সংঘটিত হয়েছে।

টীকা-৬২. ফিরিশ্‌তাগণ বলবেন, "না।" এবং জান্নাতবাসীদের এ জিজ্ঞাসা করা আল্লাহ্ তা'আলার রহমত দ্বারা আনন্দ-উপভোগ করা এবং চিরস্থায়ী জীবনের নি'মাত ও শাস্তি থেকে নিরাপত্তা লাভের অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করার জন্যই, এ কথা উল্লেখ করার ফলে তাদের মনে আনন্দ লাভ হবে।

টীকা-৬৩. অর্থাৎ জান্নাতী নি'মাতসমূহ ও আনন্দ উপভোগ এবং সেখানকার উত্তম ও স্বচ্ছ খাদ্য ও পানীয় আর চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশ এবং অশেষ সুখ ও আনন্দ।

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿٤٧﴾

৪৭. না তাতে নেশা থাকবে (৪৭) এবং না সেটার কারণে তাদের মাথা চক্কর দেবে (৪৮)।

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾

৪৮. এবং তাদের নিকট থাকবে এমনসব (রমণী), যারা স্বামীগণ ব্যতীত অন্য দিকে চক্ষু তুলে দেখবে না, (৪৯) বড় বড় চক্ষু সম্পন্নাগণ।

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴿٤٩﴾

৪৯. যেন তারা কতগুলো ডিম্ব, গোপনে রক্ষিত (৫০)।

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾

৫০. সুতরাং তাদের মধ্যে (৫১) একে অপরের দিকে মুখ করবে জিজ্ঞাসাবাদকারীরূপে (৫২)।

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾

৫১. তাদের মধ্যে উক্তিকারী বলবে, 'আমার এক সঙ্গী ছিলো (৫৩)।'

يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾

৫২. আমাকে বলতো, 'তুমি কি এটাকে সত্য বলে মান্য করো (৫৪)?

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾

৫৩. আমরা কি যখন মরে মাটি ও অস্থিতে পরিণত হবো তবুও কি আমাদেরকে প্রতিদান-প্রতিফল দেয়া হবে (৫৫)?'

قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ﴿٥٤﴾

৫৪. (আল্লাহ্) বলবেন, 'তোমরা কি উঁকি দিয়ে দেখবে (৫৬)?'

فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾

৫৫. অতঃপর উঁকি দিয়ে দেখবে, তখন তাকে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যভাগে দেখতে পাবে (৫৭)।

قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ ﴿٥٦﴾

৫৬. বলবে, 'আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে (৫৮)।

وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾

৫৭. আমার প্রতিপালক অনুগ্রহ না করলে (৫৯) অবশ্যই আমাকেও ধরে উপস্থিত করা হতো (৬০)।

أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮. তবে কি আমাদেরকে মরতে হবেনা?

إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾

৫৯. কিন্তু আমাদের প্রথম মৃত্যুই (৬১) আর আমাদের উপর শাস্তি হবে না (৬২)!'

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾

৬০. নিশ্চয় এটাই মহা সাফল্য।

لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾

৬১. এমনই কথায় জন্য কর্মপরায়ণদের কর্ম করা উচিত।

أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا

৬২. সুতরাং এ আপ্যায়নই কি উত্তম (৬৩),

টীকা-৬৪. অতিমাত্রায় তিক্ত, সাংঘাতিক দুর্গন্ধময় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের বিস্বাদ এবং অত্যন্ত অপছন্দনীয়, যা দ্বারা দোযখীদের আপ্যায়ন করা হবে এবং তাদেরকে তা ভক্ষণ করতে বাধ্য করা হবে।

টীকা-৬৫. যে, দুনিয়ার মধ্যে কাফির সেটা অস্বীকার করে। আর বলে, "আগুন বৃক্ষসমূহকে জ্বালিয়ে ফেলে। সুতরাং আগুনে বৃক্ষ আসবে কোত্থেকে?"

টীকা-৬৬. এবং সেটার শাখা-প্রশাখাগুলো জাহান্নামের স্তরসমূহে পৌঁছে যায়।

أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ۝

না 'যাক্কূম' বৃক্ষ (৬৪)?

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ۝

৬৩. নিশ্চয় আমি সেটাকে যালিমদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি (৬৫)।

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ۝

৬৪. নিশ্চয় তা একটা বৃক্ষ, যা জাহান্নামের মূল থেকে উদ্‌গত হয় (৬৬);

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ۝

৬৫. সেটার মুকুল যেন শয়তানদের মাথা (৬৭)।

فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۝

৬৬. অতঃপর নিশ্চয় তারা তা থেকে ভক্ষণ করবে (৬৮) অতঃপর তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে।

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ۝

৬৭. অতঃপর নিশ্চয় তাদের জন্য সেটার উপর ফুটন্ত পানির মিশ্রণ থাকবে (৬৯)।

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ۝

৬৮. অতঃপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে অবশ্যই প্রজ্জ্বলিত আগুনের দিকে (৭০)।

إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ۝

৬৯. নিশ্চয় তারা আপন বাপ-দাদাকে পথভ্রষ্ট পেয়েছে;

فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ۝

৭০. সুতরাং তারা তাদেরই পদাংকের উপর ধাবিত হচ্ছে (৭১)।

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۝

৭১. এবং নিশ্চয় তাদের পূর্বে বহু পূর্ববর্তী লোক পথভ্রষ্ট হয়েছে (৭২)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ۝

৭২. এবং নিশ্চয় আমি তাদের মধ্যে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি (৭৩)।

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ۝

৭৩. সুতরাং লক্ষ্য করো যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তাদের কী পরিণতি হয়েছে (৭৪)?

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝

৭৪. কিন্তু আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণ (৭৫)।

রুকূ' - তিন

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ۝

৭৫. এবং নিশ্চয় আমাকে নূহ আহ্বান করেছিলো (৭৬), অতঃপর আমি কতই উত্তম সাড়াদাতা (৭৭)!

وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝

৭৬. এবং আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে মহা সংকট থেকে উদ্ধার করেছি।

টীকা-৬৭. অর্থাৎ অত্যন্ত বিশ্রী ধরণের ও কুশ্রী দেখায়।

টীকা-৬৮. অসহনীয় ক্ষুধায় বাধ্য হয়ে।

টীকা-৬৯. অর্থাৎ জাহান্নামী 'যাক্কূম বৃক্ষ' দ্বারা তারা নিজেদের পেট ভর্তি করবে। তা জ্বলতে থাকবে। পেটগুলোকে জ্বালাবে। সেটার পোড়নের কারণে পিপাসার জোর বৃদ্ধি পাবে আর দীর্ঘকাল যাবত তো পিপাসার কষ্টে রাখা হবে, অতঃপর যখন পান করার জন্য দেয়া হবে তখন গরম ফুটন্ত পানিই (দেয়া হবে)। সেটার তাপ ও জ্বালা ঐ যাক্কূমের তাপ ও জ্বালার সাথে মিশ্রিত হয়ে কষ্ট ও অস্থিরতাকে আরো বৃদ্ধি করবে।

টীকা-৭০. কেননা, যাক্কূম ভক্ষণ করানো ও গরম পানি পান করানোর জন্য তাদেরকে আপন স্তরসমূহ থেকে অন্য স্তরসমূহে স্থানান্তরিত করা হবে। অতঃপর আবার নিজেদের স্তরসমূহের দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে। এরপর তাদের শাস্তির উপযোগী হবার কারণ এরশাদ করা হচ্ছে-

টীকা-৭১. এবং গোমরাহীর মধ্যে তাদের অনুসরণ করছে এবং সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থেকে চক্ষু বন্ধ করে নিচ্ছে।

টীকা-৭২. এ কারণে যে, তারা আপন বাপ-দাদার ভ্রান্ত পথ বর্জন করেনি এবং যুক্তি-প্রমাণ থেকে উপকার লাভ করেনি।

টীকা-৭৩. অর্থাৎ নবীগণ আলায়হিমুস সালাম, যাঁরা তাদেরকে পথভ্রষ্টতা ও অপকর্মের অশুভ পরিণামের ভয় প্রদর্শন করেন।

টীকা-৭৪. যে, তাদেরকে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।

টীকা-৭৫. ঈমানদারগণ, যাঁরা আপন নিষ্ঠার কারণে মুক্তি পেয়েছে।

টীকা-৭৬. এবং আমার নিকট আপন সম্প্রদায়ের শাস্তি ও ধ্বংসের জন্য দরখাস্ত করেছিলো।

টীকা-৭৭. যে, আমি তাঁর দো'আ কবূল করেছি এবং তাঁর শত্রুদের মুকাবিলায় সাহায্য করেছি ও তাদের নিকট থেকে পূর্ণ প্রতিশোধ নিয়েছি যে, তাদেরকে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করে ফেলেছি।

টীকা-৭৮. সুতরাং এখন দুনিয়ায় যত মানুষ আছে সবই হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের বংশধর থেকেই। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের নৌযান থেকে অবতরণ করার পর তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে যেই পরিমাণ পুরুষ ও নারী ছিলো সবাই মৃত্যুবরণ করেছে; তাঁরই সন্তান-সন্ততি এবং তাদের স্ত্রীগণ ব্যতীত। তাদেরই ঔরশ থেকে দুনিয়ার বংশসমূহ চলে আসছে- আরব, পারস্য ও রোম তাঁর সন্তান 'সামের' বংশধর থেকে, সুদানের লোকেরা তাঁর সন্তান 'হাম'-এর বংশ থেকে,আর তুর্কী ও য়া'জূজ মা'জূজ প্রমুখ তাঁর সাহেবজাদা 'ইয়াফিস'-এর বংশধর থেকে।

টীকা-৭৯. অর্থাৎ তাঁর পরবর্তী নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম এবং তাঁর উম্মতগণের মধ্যে হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের 'উত্তম স্মরণ' বা সুনামকে স্থায়ী রেখেছি।

৭৭. এবং আমি তারই বংশধরকে বিদ্যমান রেখেছি (৭৮)।	وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ۝٧٧
৭৮. এবং আমি পরবর্তীদের মধ্যে তার প্রশংসা বিদ্যমান রেখেছি (৭৯)।	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝٧٨
৭৯. নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক বিশ্ববাসীদের মধ্যে (৮০),	سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ۝٧٩
৮০. নিশ্চয় আমি এভাবেই পুরস্কৃত করি সৎকর্মপরায়ণদেরকে।	إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝٨٠
৮১. নিশ্চয় সে আমার উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পূর্ণ ঈমানদার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।	إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝٨١
৮২. অতঃপর আমি অন্যান্যদেরকে নিমজ্জিত করেছি (৮১)।	ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ۝٨٢
৮৩. এবং নিশ্চয় ইব্রাহীম তারই অনুগামী দলের অন্তর্ভুক্ত (৮২)।	وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ۝٨٣
৮৪. যখন আপন প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হলো অন্যান্যদের থেকে মুক্ত হৃদয় নিয়ে (৮৩)।	إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝٨٤
৮৫. যখন তিনি আপন পিতা ও আপন সম্প্রদায়কে বলেছিলেন (৮৪); 'তোমরা কিসের পূজা করছো?	إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۝٨٥
৮৬. তোমরা কি মিথ্যা অপবাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য খোদা চাচ্ছো?	أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ۝٨٦
৮৭. সুতরাং তোমাদের কি ধারণা জগতসমূহের প্রতিপালক সম্বন্ধে (৮৫)?'	فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٨٧
৮৮. অতঃপর সে তারকারাজির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করলো (৮৬)।	فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ۝٨٨
৮৯. অতঃপর বললো, 'আমি অসুস্থ হয়ে পড়বো (৮৭)।'	فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۝٨٩

টীকা-৮০. অর্থাৎ ফিরিশ্‌তাগণ, জিন্ জাতি ও মানবজাতি- সবাই তাঁর প্রতি ক্বিয়ামত পর্যন্ত 'সালাম' প্রেরণ করতে থাকবে।

টীকা-৮১. অর্থাৎ হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের সম্প্রদায়ের কাফিরদেরকে।

টীকা-৮২. অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের দ্বীন ও মিল্লাত এবং তাঁরই কর্মপন্থা ও সুন্নাতের উপরই ছিলেন। হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম ও হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের মধ্যে দু'হাজার ছয়শ চল্লিশ বৎসরকালের ব্যবধান ছিলো। আর উভয় হযরতের মধ্যবর্তী যেই যুগ অতিবাহিত হয়েছে তাতে শুধু দু'জন নবী ছিলেন- হযরত হূদ ও হযরত সালিহ্ আলায়হিমাস্ সালাম।

টীকা-৮৩. অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম আপন অন্তরকে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য বিশুদ্ধ করেছিলেন এবং অন্য সব কিছু থেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন।

টীকা-৮৪. তিরস্কারসূত্রে;

টীকা-৮৫. যে, যদি তোমরা তিনি ব্যতীত অন্য কারো পূজা করো, তবে তিনি কি তোমাদেরকে শাস্তি ব্যতীত ছেড়ে দেবেন? অথচ তোমরা জানো যে, তিনিই সত্যিকার নি'মাতদাতা, ইবাদতের উপযোগী। সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছিলো, "আগামীকাল আমাদের ঈদ, জঙ্গলে মেলা বসবে। আমরা উন্নতমানের খাদ্য তৈরী করে মূর্তিগুলোর নিকট রেখে যাবো। আর মেলা থেকে ফিরে এসে 'তাবারুক' (!) 'প্রসাদ' হিসেবে তা আহার করবো। আপনিও আমাদের সাথে চলুন। জমায়েত ও মেলার জাঁকজমক দেখুন। সেখান থেকে ফিরে এসে মূর্তিগুলোর সুন্দর সাজসজ্জা এবং সেগুলোর প্রসাধনীর বাহার দেখুন। এ তামাশা দেখার পর আমরা মনে করি যে, আপনি মূর্তিপূজার জন্য আমাদেরকে আর মন্দ বলবেন না।"

টীকা-৮৬. যেমনিভাবে, নক্ষত্র-বিদ্যায় পারদর্শী (জ্যোতির্বিদ্যায় দক্ষ ব্যক্তি) তারকারাজির মিলন ও বিচ্ছেদের অবস্থাগুলো পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

টীকা-৮৭. সম্প্রদায়ের লোকেরা জ্যোতির্বিদ্যায় খুবই বিশ্বাসী ছিলো। তারা মনে করেছিলো যে, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম নক্ষত্রসমূহ দেখে নিজে

অসুস্থ হয়ে যাবার অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন। এখন তিনি কোন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে চলছেন। সংক্রামক ব্যাধিকে ঐ সমস্ত লোক খুব বেশী ভয় করতো।

মাস্‌আলাঃ জ্যোতির্বিজ্ঞান সত্য; তবে শিক্ষা করার মধ্যে মশগুল হওয়ার অনুমতি রহিত হয়ে গেছে।

মাস্‌আলাঃ শরীয়ত মতে কোন রোগই সংক্রামক হয় না। অর্থাৎ এক ব্যক্তির রোগ হুবহু সেটাই অন্য কারো মধ্যে সংক্রমিত হয়না। তবে দেহের উপাদানগুলো বিনষ্ট হলে এবং বাতাস ইত্যাদির বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ার ফলে একই সময়ে বহু লোক একই শ্রেণীর রোগে আক্রান্ত হতে পারে। কিন্তু রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণ প্রত্যেকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন। কারো রোগ অন্য কারো মধ্যে সংক্রমিত হয়না।

৯০. অতঃপর তারা তাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে গেলো (৮৮)।

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾

৯১. তারপর সে গোপনে তাদের উপাস্যগুলোর দিকে গেলো। অতঃপর বললো, 'তোমরা কি আহার করোনা (৮৯)?

فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾

৯২. তোমাদের কি হলো যে, তোমরা কথা বলছোনা (৯০)।'

مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ﴿٩٢﴾

৯৩. অতঃপর লোকদের অগোচরে সেগুলোকে ডান হাতে মারতে লাগলো (৯১)।

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾

৯৪. তখন কাফিরগণ তার প্রতি সবেগে ছুটে আসলো (৯২)।

فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴿٩٤﴾

৯৫. বললেন, 'তোমরা কি নিজেদের হাতের গড়া (মূর্তি)গুলোর পূজা করছো?

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾

৯৬. অথচ আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কর্মসমূহকে (৯৩)।'

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

৯৭. তারা বললো, 'তার জন্য একটা ইমারত তৈরী করো (৯৪)। তারপর তাকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করো।

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾

৯৮. অতঃপর তারা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে চাইলো। আমি তাদেরকে অতিশয় হেয় করে দিলাম (৯৫)।

فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾

৯৯. এবং বললো, 'আমি আপন প্রতিপালকের দিকে চললাম (৯৬)। এখন তিনি আমাকে পথ প্রদান করবেন (৯৭)।

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٩٩﴾

১০০. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে উপযুক্ত সন্তান দান করো!

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾

১০১. সুতরাং আমি তাকে সুসংবাদ শুনালাম এক বুদ্ধিসম্পন্ন সন্তানের।

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾

১০২. অতঃপর যখন সে তার সঙ্গে কাজ করার উপযুক্ত হলো, তখন (ইব্রাহীম) বললো, 'হে আমার পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي

টীকা-৮৮. নিজেদের ঈদের দিকে; এবং হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালামকে রেখে গেলো। তিনি বোত্‌খানায় তাশরীফ আনলেন।

টীকা-৮৯. অর্থাৎ ঐ খাদ্যকে, যা তোমাদের সম্মুখে রাখা হয়েছে। মূর্তিগুলো এর কোন জবাব দেয়নি। বস্তুতঃ সেগুলো কি জবাবই বা দিতো? অতঃপর তিনি বললেন–

টীকা-৯০. এর উপরও মূর্তিগুলোর দিক থেকে কোন জবাব আসেনি। সেগুলো প্রাণহীন পাথর ছিলো; কি জবাব দিতো?

টীকা-৯১. এবং হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালাম মূর্তিগুলোকে আঘাতের পর আঘাত করে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেললেন। যখন কাফিরদের নিকট এর সংবাদ পৌঁছলো,

টীকা-৯২. এবং হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালামকে বলতে লাগলো, "আমরা তো ঐ সব মূর্তির পূজা করি, তুমি সেগুলো ভেঙ্গে ফেলছো?"

টীকা-৯৩. সুতরাং ইবাদতের উপযোগী তো তিনিই; মূর্তি নয়। এ কথা শুনে তারা হতভম্ব হয়ে গেলো। কিন্তু তাদের নিকট থেকে তো কোন সদুত্তর আসেনি (বরং)

টীকা-৯৪. পাথরের; ত্রিশ গজ দীর্ঘ ও বিশ গজ প্রস্থ, চতুর্দিকে দেয়াল ঘেরা। অতঃপর তা কাঠ দিয়ে ভর্তি করো ও তাতে আগুন ধরিয়ে দাও। যতক্ষণ না আগুন খুব জোরদার হয়।

টীকা-৯৫. হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালামকে ঐ আগুনে নিরাপদে রেখে। সুতরাং অগ্নিকুণ্ড থেকে তিনি নিরাপদে বের হয়ে আসলেন।

টীকা-৯৬. এ কুফরের দেশ থেকে হিজরত করে, যেখানে যাবার জন্য আমার প্রতিপালক নির্দেশ দেন।

টীকা-৯৭. সুতরাং আল্লাহর নির্দেশে তিনি সিরিয়া-ভূমিতে 'পবিত্রভূমি'র অবস্থানে পৌঁছলেন। অতঃপর তিনি সেখানে আপন প্রতিপালকের দরবারে প্রার্থনা করলেন–

টীকা-৯৮. অর্থাৎ তোমাকে যবেহ করার ব্যবস্থাপনা করছি। বস্তুতঃ নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামের স্বপ্ন সত্য ও বাস্তব হয়ে থাকে এবং তাঁদের কার্যাদিও আল্লাহর নির্দেশেই সম্পন্ন হয়ে থাকে।

টীকা-৯৯. এ কথা তিনি এ জন্যই বলেছিলেন যেন তাঁর সন্তান, যবেহের সংবাদে ভীত-সন্ত্রস্ত না হন, আর আল্লাহর নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য আগ্রহ সহকারে প্রস্তুতি নেন। সুতরাং ঐ ভাগ্যবান সন্তানও আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি আত্মবিসর্জন দেয়ার কথাই পরিপূর্ণ আগ্রহের সাথে প্রকাশ করলেন।

টীকা-১০০. এ ঘটনা 'মিনা'তে সংঘটিত হয়েছে এবং হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম সন্তানের গলায় ছুরি চালালেন। আল্লাহরই কুদরত! ছুরি কোন কাজ করলো না।

টীকা-১০১. আনুগত্য ও নির্দেশ পালনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছো। পুত্রকে যবেহ্ করার জন্য নির্দ্বিধার উপস্থাপন করেছো। ব্যাস্, এখন এতটুকুই যথেষ্ট।

টীকা-১০২. এ'তে মতভেদ রয়েছে যে, এই সন্তান কি হযরত ইস্মাঈল ছিলেন, না হযরত ইস্হাক্ব (আলায়হিমাস্ সালাম)। কিন্তু শক্তিশালী প্রমাণাদি এটাই ব্যক্ত করছে যে, তিনি হলেন, হযরত ইস্মাঈল আলায়হিস্ সালামই। তাঁর বিনিময়ে জান্নাত থেকে মেষ প্রেরিত হয়েছিলো, যেটা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম যবেহ করেছিলেন।

টীকা-১০৩. আমার নিকট থেকে।

টীকা-১০৪. যবেহের ঘটনার পর হযরত ইস্হাক্বের সুসংবাদ এ কথারই প্রমাণ যে, 'যবীহ' (যবেহের জন্য মনোনীত) হলেন হযরত ইস্মাঈল আলায়হিস্ সালামই।

টীকা-১০৫. প্রত্যেক প্রকারের কল্যাণ– ধর্মীয়ও, পার্থিবও। প্রকাশ্য কল্যাণ তো এ যে, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের সন্তানের মধ্যে প্রাচুর্য দান করেছেন। হযরত ইস্হাক্ব আলায়হিস্ সালামের বংশ থেকে বহু সংখ্যক নবী করেছেন। হযরত য়া'কূব থেকে হযরত ঈসা (আলায়হিমাস্ সালাম) পর্যন্ত;

টীকা-১০৬. অর্থাৎ মু'মিন

টীকা-১০৭. অর্থাৎ কাফির।

اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ۚ قَالَ يٰۤاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِيْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

তোমাকে যবেহ করছি (৯৮), এখন তুমি দেখো তোমার অভিমত কি (৯৯)? বললো, 'হে আমার পিতা! করুন যা আপনি আদিষ্ট হচ্ছেন, খোদা ইচ্ছা করলে অবিলম্বে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।'

فَلَمَّاۤ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ﴿١٠٣﴾

১০৩. অতঃপর যখন উভয়ে আমার নির্দেশের প্রতি আত্মসমর্পণ করলো এবং পিতা পুত্রকে মাথার উপর ভর করে শায়িত করলো, ঐ সময়কার অবস্থা জিজ্ঞাসা করোনা (১০০);

وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰۤاِبْرٰهِيْمُ ﴿١٠٤﴾

১০৪. এবং আমি তাকে আহ্বান করলাম, 'হে ইব্রাহীম!

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. নিশ্চয় তুমি স্বপ্নকে সত্য করে দেখালে (১০১)। আমি এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি সৎকর্মপরায়ণদেরকে।

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿١٠٦﴾

১০৬. নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিলো।

وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠٧﴾

১০৭. এবং আমি এক মহান ক্বোরবানী তার বিনিময়ে দিয়ে তাকে মুক্ত করে দিয়েছি (১০২)।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. এবং আমি পরবর্তীদের মধ্যে তার প্রশংসা স্থায়ী রেখেছি।

سَلٰمٌ عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. শান্তি বর্ষিত হোক ইব্রাহীমের উপর (১০৩)।

كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١١٠﴾

১১০. আমি এভাবেই পুরস্কৃত করি সৎকর্ম পরায়ণদেরকে।

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١١﴾

১১১. নিশ্চয় সে আমার উন্নততর মর্যাদার, পূর্ণ ঈমানদার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٢﴾

১১২. এবং আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছি ইস্হাক্বের, যে অদৃশ্যের সংবাদদাতা, নবী, আমার বিশেষ নৈকট্যের উপযোগীদের অন্যতম (১০৪)।

وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰۤى اِسْحٰقَ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ ﴿١١٣﴾

১১৩. এবং আমি বরকত অবতীর্ণ করেছি তার উপর এবং ইস্হাক্বের উপর (১০৫); এবং তাঁদের বংশধরদের মধ্যে কেউ কেউ সৎকর্মকারী (১০৬) এবং কেউ কেউ আপন প্রাণের উপর সুস্পষ্ট যুলুমকারী (১০৭)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য যে, এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, কোন পিতা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হলে সন্তানদেরও তার মতো হওয়া আবশ্যকীয় নয়। এটা আল্লাহ্

রুকূ' - চার

১১৪. এবং আমি মূসা ও হারূনের প্রতি অনুগ্রহ করেছি (১০৮)।	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١١٤﴾
১১৫. এবং তাদের উভয়কে ও তাদের সম্প্রদায়কে (১০৯) মহা সংকট থেকে উদ্ধার করেছি (১১০)।	وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿١١٥﴾
১১৬. এবং আমি তাদের সাহায্য করেছি (১১১)। সুতরাং তারাই বিজয়ী হয়েছে (১১২)।	وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿١١٦﴾
১১৭. এবং আমি তাদের উভয়কে সুস্পষ্ট কিতাব দান করেছি (১১৩)।	وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ﴿١١٧﴾
১১৮. এবং তাদেরকে সোজা পথ প্রদর্শন করেছি।	وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿١١٨﴾
১১৯. এবং পরবর্তীদের মধ্যে তাদের প্রশংসাকে স্থায়ী রেখেছি।	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿١١٩﴾
১২০. শান্তি বর্ষিত হোক মূসা ও হারূনের উপর।	سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٠﴾
১২১. নিশ্চয় আমি এভাবেই পুরস্কৃত করি সৎকর্মপরায়ণদেরকে।	اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢١﴾
১২২. নিশ্চয় তাদের উভয়ে আমার উন্নততর মর্যাদাশীল, পূর্ণ ঈমানদার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।	اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٢﴾
১২৩. এবং নিশ্চয় ইলিয়াস পয়গাম্বরদের অন্যতম (১১৪)।	وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾
১২৪. যখন সে আপন সম্প্রদায়কে বললো, 'তোমরা কি ভয় করছো না (১১৫)?	اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾
১২৫. তোমরা কি 'বা'আল'-এর পূজা করছো (১১৬) আর বর্জন করছো সর্বাপেক্ষা উত্তম স্রষ্টা–	اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ﴿١٢٥﴾
১২৬. আল্লাহ্‌কে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদার (১১৭)?	اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٢٦﴾
১২৭. অতঃপর তারা তাকে অস্বীকার করলো। সুতরাং তাদেরকে অবশ্যই পাকড়াও করা হবে (১১৮);	فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٢٧﴾
১২৮. কিন্তু আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাগণ (১১৯)।	اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٢٨﴾
১২৯. এবং আমি পরবর্তীদের মধ্যে তার প্রশংসা স্থায়ী রেখেছি;	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٢٩﴾
১৩০. শান্তি বর্ষিত হোক ইলিয়াসের উপর।	سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ﴿١٣٠﴾
১৩১. নিশ্চয় আমি এভাবেই পুরস্কৃত করি সৎকর্মপরায়ণদেরকে।	اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣١﴾
১৩২. নিশ্চয় সে আমার উন্নত মর্যাদাশীল পূর্ণ ঈমানদার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।	اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾

তা'আলারই মহান কুদরত যে, কখনো সৎকর্মপরায়ণ থেকে সৎ সন্তান সৃষ্টি করেন, কখনো অসৎকর্মপরায়ণ লোক থেকে অসৎ; কখনো অসৎ লোক থেকে সৎ সন্তান। না সন্তানগণ অসৎ হলে পিতৃপুরুষদের জন্য দুষণীয় হয়, না পিতৃপুরুষদের অপকর্ম সন্তানদের জন্য।

টীকা-১০৮. যে, তাঁদের নবূয়ত ও রিসালত দান করেছি।

টীকা-১০৯. অর্থাৎ বনী-ইস্রাঈল

টীকা-১১০. যে, ফিরআউন ও ফিরআউনী সম্প্রদায়ের অত্যাচারসমূহ থেকে মুক্তি দিয়েছি।

টীকা-১১১. 'কিব্‌তী' সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়।

টীকা-১১২. ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের উপর।

টীকা-১১৩. যায় বর্ণনা অলংকারসমৃদ্ধ এবং তা শাস্তির বিধান ও অন্যান্য বিধি-বিধানের ধারক। এই 'কিতাব' দ্বারা 'তাওরীত শরীফ' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১১৪. যিনি 'বা'আলাবাক' ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাবাসীদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন।

টীকা-১১৫. অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কি আল্লাহ্ তা'আলার ভয় নেই?

টীকা-১১৬. 'বা'আল' তাদের মূর্তির নাম ছিলো, যা স্বর্ণের তৈরী ছিলো। সেটার দৈর্ঘ্য ছিলো বিশ গজ। মুখ ছিলো চারটা। তারা সেটার প্রতি অতি ভক্তি প্রকাশ করতো। যে স্থানে মূর্তিটা স্থাপিত ছিলো সেটার নাম ছিলো 'বাক'। এ কারণে 'বা'আলাবাক' মিশ্রিত নাম হয়েছে। এটা সিরিয়ার একটা শহর।

টীকা-১১৭. তাঁর ইবাদত বর্জন করছো?

টীকা-১১৮. জাহান্নামে;

টীকা-১১৯. অর্থাৎ ঐ সম্প্রদায় থেকে আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত বান্দাগণ, যারা হযরত ইলিয়াস আলায়হিস্ সালাম-এর উপর ঈমান এনেছে তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়েছে।

টীকা-১২০. শাস্তির মধ্যে।

টীকা-১২১. অর্থাৎ হযরত লূত আলায়হিস্ সালামের সম্প্রদায়ের কাফিরগণকে।

টীকা-১২২. হে মক্কাবাসীগণ!

টীকা-১২৩. অর্থাৎ নিজেদের সফরসমূহে রাত-দিন তোমরা তাদের ধ্বংসাবশেষগুলো অতিক্রম করছো!

وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩. এবং নিশ্চয় লূত পয়গাম্বরদের অন্যতম।

إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾

১৩৪. যখন আমি তাকে ও তার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করেছি;

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٣٥﴾

১৩৫. কিন্তু এক বৃদ্ধা, যে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো (১২০)।

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. অতঃপর অবশিষ্টদেরকে আমি ধ্বংস করে ফেলেছি (১২১)।

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾

১৩৭. এবং নিশ্চয় তোমরা (১২২) তাদেরকে অতিক্রম করছো সকালে

وَبِاللَّيْلِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾

১৩৮. এবং রাতে (১২৩)। তবে কি তোমাদের বিবেক নেই (১২৪)?

রুকূ' - পাঁচ

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾

১৩৯. এবং নিশ্চয় য়ূনুসও পয়গাম্বরদের অন্যতম।

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾

১৪০. যখন বোঝাই নৌ-যানের দিকে বের হয়ে পড়েছিলো (১২৫)।

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾

১৪১. অতঃপর লটারীতে যোগদান করলো। সুতরাং সে নিক্ষিপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾

১৪২. অতঃপর তাকে মৎস্য গিলে ফেললো এবং সে নিজেকে নিজে তিরস্কার করতে লাগলো (১২৬)।

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾

১৪৩. তবে যদি সে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী না হতো (১২৭),

لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾

১৪৪. তবে অবশ্যই সেটার পেটে অবস্থান করতো ঐ দিন পর্যন্ত যেদিন লোকদেরকে উঠানো হবে (১২৮)।

فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾

১৪৫. অতঃপর আমি তাকে (১২৯) তৃণহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম এবং সে ছিলো অসুস্থ (১৩০)।

وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾

১৪৬. এবং আমি তার উপর (১৩১) লাউ গাছ উদ্‌গত করেছি (১৩২)।

টীকা-১২৪. যে, সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে?

টীকা-১২৫. হযরত ইবনে আব্বাস ও ওয়াহাবের অভিমত হচ্ছে- হযরত য়ূনুস আলায়হিস্ সালাম আপন সম্প্রদায়কে শাস্তির ওয়াদা দিয়েছিলেন। তাতে বিলম্ব হয়েছিলো। সুতরাং তিনি তাদের নিকট থেকে গোপনে বের হয়ে গেলেন এবং তিনি সামুদ্রিক সফরের ইচ্ছা করলেন। নৌযানে সাওয়ার হলেন। সমুদ্রের মাঝখানে নৌযান থেমে গেলো। কিন্তু তা থেমে যাবার কোন প্রকাশ্য কারণ বিদ্যমান ছিলো না। মাল্লাগণ বললো, "এ কিস্তীতে আপন মুনিব থেকে পলায়নকারী কোন গোলাম আছে। লটারী টানলে তা প্রকাশ পাবে।" লটারীর আয়োজন করা হলো তখন তাঁরই নাম বের হলো। তখন তিনি বললেন, "আমিই ঐ গোলাম হই।" এবং তাঁকে পানিতে নিক্ষেপ করা হলো। কেননা, প্রথা এ ছিলো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পলাতক গোলামকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করা হতোনা ততক্ষণ পর্যন্ত নৌযান চলতো না।

টীকা-১২৬. যে, কেন বের হওয়ায় ত্বরা করলেন এবং সম্প্রদায়ের নিকট থেকে পৃথক হবার ক্ষেত্রে কেন আল্লাহ্‌র নির্দেশের অপেক্ষা করলেন না!

টীকা-১২৭. অর্থাৎ আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী এবং মাছের পেটের ভিতর

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ •

পাঠকারী।

টীকা-১২৮. অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবস পর্যন্ত।

টীকা-১২৯. মাছের পেট থেকে বের হয়ে আশি দিন অথবা তিন দিন অথবা সাত দিন অথবা চল্লিশ দিন পর

টীকা-১৩০. অর্থাৎ মাছের পেটের ভিতর থাকার কারণে তিনি এমন দুর্বল, হাল্কা-পাতলা ও নাজুক হয়ে পড়েছিলেন যেমন শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর হয়ে থাকে। শরীরের চামড়া নরম হয়ে গিয়েছিলো, শরীরের উপর লোম বাকী থাকেনি।

টীকা-১৩১. ছায়াদান করা ও মাছি থেকে রক্ষা করার জন্য।

টীকা-১৩২. কদুর লতা, যা মাটির উপর ছড়ায়। কিন্তু সেটা তাঁর মু'জিযা ছিলো যে, ঐ লাউগাছ কাণ্ড সম্পন্ন বৃক্ষের ন্যায় শাখা-প্রশাখা ধারণ করছিলো

এবং সেটার বড় বড় পাতার ছায়ায় তিনি আরাম করেছিলেন। আর আল্লাহ্‌র নির্দেশে প্রত্যহ একটা ছাগী আসতো আর আপন স্তন্য হযরতের মুখ মুবারকে দিয়ে তাঁকে সকাল সন্ধ্যায় দুধ পান করায়ে যেতো। শেষ পর্যন্ত শরীর মুবারকের ত্বক শরীফ শক্ত হলো। শরীরের নির্দিষ্ট স্থানগুলোতে লোম মুবারক গজালো। আর বরকতময় শরীরে শক্তি ফিরে আসলো।

১৪৭. এবং আমি তাকে (১৩৩) লক্ষ মানুষের প্রতি প্রেরণ করেছি, বরং আরো অধিক।

وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ﴿١٤٧﴾

১৪৮. অতঃপর তারা ঈমান এনেছিলো (১৩৪), তারপর আমি তাদেরকে একটা সময় পর্যন্ত ভোগ করতে দিলাম (১৩৫)।

فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١٤٨﴾

১৪৯. সুতরাং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, 'তোমাদের প্রতিপালকের জন্য কি কন্যাগণ (১৩৬) আর তাদের জন্য পুত্রগণ (১৩৭)?'

فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ﴿١٤٩﴾

১৫০. অথবা আমি কি ফিরিশ্‌তাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছি আর তখন তারা উপস্থিত ছিলো (১৩৮)?

اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫১. শুনছো! নিশ্চয় তারা তাদের মিথ্যাপবাদ থেকেই বলছে

اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٥١﴾

১৫২. যে, 'আল্লাহ্‌র সন্তান আছে'। এবং নিশ্চয় তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٥٢﴾

১৫৩. তিনি কি কন্যা সন্তান পছন্দ করেছেন পুত্র সন্তান ছেড়ে?

اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ﴿١٥٣﴾

১৫৪. তোমাদের কী হয়েছে? কেমন বিচার করছো (১৩৯)?

مَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿١٥٤﴾

১৫৫. তবে কি তোমরা ধ্যান করছোনা (১৪০)?

اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٥﴾

১৫৬. অথবা তোমাদের জন্য কি কোন সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আছে?

اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥٦﴾

১৫৭. সুতরাং আপন কিতাব আনো (১৪১) যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৮. এবং তাঁর মধ্যে ও জিন্‌দের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করেছে (১৪২) এবং নিশ্চয় জিন্‌দের জানা আছে যে, তাদেরকে (১৪৩) অবশ্যই উপস্থিত করা হবে (১৪৪);

وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۭ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৯. পবিত্রতা আল্লাহ্‌রই জন্য ঐসব কথা থেকে, যেগুলো তারা বলে;

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٥٩﴾

১৬০. কিন্তু আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাগণ (১৪৫)।

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬১. সুতরাং তোমরা এবং যা কিছুর তোমরা আল্লাহ্‌কে ব্যতীত পূজা করছো (১৪৬);

فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ ﴿١٦١﴾

১৬২. তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে কাউকেও বিভ্রান্তকারী নও (১৪৭);

مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ﴿١٦٢﴾

১৬৩. কিন্তু তাকে, যে প্রজ্জ্বলিত আগুনে

اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ﴿١٦٣﴾

টীকা-১৩৩. পূর্বের ন্যায় মসূল-ভূমিতে 'নিন্‌ওয়া' সম্প্রদায় থেকে।

টীকা-১৩৪. শাস্তির চিহ্নসমূহ দেখে। (এর বর্ণনা সূরা য়ূনুসের দশম রুকূ'তে গত হয়েছে। আর এই ঘটনার বিবরণ 'সূরা আম্বিয়া'র ষষ্ঠ রুকূ'তে এসেছে।)

টীকা-১৩৫. অর্থাৎ তাদের শেষ বয়স পর্যন্ত তাদেরকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রেখেছি। এ ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীবে আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ ফরমাচ্ছেন যে, আপনি মক্কার কাফিরদেরকে পুনরুত্থানে অবিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করুন! সুতরাং এরশাদ ফরমাচ্ছেন–

টীকা-১৩৬. যেমন জুহায়নাহ্ ও বনী সালমাহ্ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের কাফিরদের বিশ্বাস যে, 'ফিরিশ্‌তাগণ খোদার কন্যা'।

টীকা-১৩৭. অর্থাৎ নিজেদের জন্য তো তারা কন্যা সন্তান ভালবাসছেনা; বরং মন্দজ্ঞান করছে আর এমনসব বস্তুকে আবার খোদার দিকে সম্পৃক্ত করছে।

টীকা-১৩৮. প্রত্যক্ষ করছিলো? কেন এমন অনর্থক কথাবার্তা বলে?

টীকা-১৩৯. যা অন্যায় ও বাতিল।

টীকা-১৪০. এবং এতটুকুও বুঝেনা যে, আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান-সন্ততি থেকে পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে।

টীকা-১৪১. যাতে এ সনদ থাকে।

টীকা-১৪২. যেমন কোন কোন মুশরিক বলেছিলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা জিন্‌জাতির মধ্যে শাদী করেছেন। তা থেকে ফিরিশ্‌তা পয়দা হয়েছে। (আল্লাহ্‌রই আশ্রয়!) কেমন মহা কুফর অবলম্বন করেছে!

টীকা-১৪৩. অর্থাৎ ঐ অনর্থক উক্তিকারীগণ।

টীকা-১৪৪. জাহান্নামে শাস্তির জন্য।

টীকা-১৪৫. ঈমানদার আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। ঐ সমস্ত উক্তি থেকে, যেগুলো এ হতভাগা কাফিরগণ বলে থাকে।

টীকা-১৪৬. অর্থাৎ তোমাদের মূর্তি একচ্ছত্রভাবে সবাই, তারা এবং

টীকা-১৪৭. পথভ্রষ্ট করতে পারবে না।

وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ١٦٤

وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ١٦٥

وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ١٦٦

وَإِن كَانُوا۟ لَيَقُولُونَ ١٦٧

لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦٨

لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٦٩

فَكَفَرُوا۟ بِهِۦ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٧٠

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٧١

إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ١٧٢

وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ١٧٣

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ١٧٤

وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٧٥

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٧٦

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٧٧

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ١٧٨

وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٧٩

سُبْحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٨٠

وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ١٨١

وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ١٨٢

প্রবেশকারী (১৪৮)।

১৬৪. এবং ফিরিশ্‌তাগণ বলে, 'আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের একটা স্থান নির্দ্ধারিত রয়েছে (১৪৯);

১৬৫. এবং নিশ্চয় আমরা পাখা সম্প্রসারিত করে নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।

১৬৬. এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী।'

১৬৭. এবং নিশ্চয় তারা বলতো (১৫০),

১৬৮. 'যদি আমাদের নিকট পূর্ববর্তীদের কোন উপদেশ থাকতো (১৫১),

১৬৯. তবে, আমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতাম (১৫২)।'

১৭০. অতঃপর তারা সেটার অস্বীকারকারী হলো; সুতরাং অনতিবিলম্বে তারা জেনে নেবে (১৫৩)।

১৭১. এবং নিশ্চয় আমার বাণী পূর্বে স্থির হয়েছে আমার প্রেরিত বান্দাদের জন্য

১৭২. যে, নিশ্চয় তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

১৭৩. এবং নিঃসন্দেহে আমারই বাহিনী (১৫৪) বিজয়ী হবে।

১৭৪. সুতরাং একটা কালের জন্য আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন (১৫৫)!

১৭৫. এবং তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকুন যে, শীঘ্রই তারা প্রত্যক্ষ করবে (১৫৬)।

১৭৬. তবে কি তারা আমার শাস্তিকে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছে?

১৭৭. অতঃপর যখন নেমে আসবে তাদের আঙ্গিনায় তখন সতর্কীকৃতদের কতই মন্দ প্রভাত হবে!

১৭৮. এবং কিছু কালের জন্য আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন

১৭৯. এবং অপেক্ষা করুন যে, তারা অনতিবিলম্বে প্রত্যক্ষ করবে।

১৮০. পবিত্রতা আপনার প্রতিপালকের জন্য, মহা সম্মানিত প্রতিপালকের জন্য- তাদের উক্তিসমূহ থেকে (১৫৭)।

১৮১. এবং শান্তি বর্ষিত হোক পয়গাম্বরগণের প্রতি (১৫৮),

১৮২. এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি সমস্ত জাহানের প্রতিপালক। ★

টীকা-১৪৮. যাদের ভাগ্যেই এটা রয়েছে যে, তারা আপন অপকর্মের কারণে জাহান্নামের উপযোগী হবে।

টীকা-১৪৯. যাতে আপন প্রতিপালকের ইবাদত করে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন যে, আস্‌মানসমূহে এক বিঘত পরিমাণ স্থানও এমন নেই, যাতে কোন না কোন ফিরিশ্‌তা নামায আদায় করছেন না অথবা আল্লাহ্‌র 'তাস্‌বীহ্‌' পাঠ করছেন না।

টীকা-১৫০. অর্থাৎ মক্কা মুকার্‌রামা'র কাফির ও মুশ্‌রিকগণ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের পূর্বে বলতো যে,

টীকা-১৫১. কোন কিতাব পাওয়া যেতো,

টীকা-১৫২. তাঁর নির্দেশ মেনে চলতাম এবং একনিষ্ঠভাবে ইবাদত পালন করতাম। অতঃপর যখন সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাধিক মর্যাদাবান ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী কিতাব তারা লাভ করলো, অর্থাৎ ক্বোরআন মজীদ অবতীর্ণ হলো-

টীকা-১৫৩. স্বীয় কুফরের পরিণাম।

টীকা-১৫৪. অর্থাৎ ঈমানদারগণ

টীকা-১৫৫. যে পর্যন্ত আপনাকে তাদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া না হয়!

টীকা-১৫৬. বিভিন্ন ধরণের শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতে। যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন কাফিরগণ ঠাট্টা ও বিদ্রূপ বশতঃ বললো, "এই শাস্তি কবে অবতীর্ণ হবে?" এর জবাবে পরবর্তী আয়াত নাযিল হয়েছে।

টীকা-১৫৭. যেগুলো কাফিরগণ তাঁর সম্বন্ধে বলে থাকে এবং তাঁর জন্য শরীক ও সন্তান-সন্ততি স্থির করে।

টীকা-১৫৮. যাঁরা মহামহিম আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তাওহীদ ও শরীয়তের বিধানাবলী প্রচার করেন। মানবীয় মর্যাদাসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদা হচ্ছে যে, নিজে পরিপূর্ণ হবে এবং অপরকেও পরিপূর্ণ করবে। এই মর্যাদা নবীগণেরই। আলায়হিমুস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম। সুতরাং প্রত্যেকের উপর ঐসব হযরতের অনুসরণ ও তাঁদের ইক্‌তিদা করা অপরিহার্য। ★

****

★ 'সূরা সাফ্‌ফাত' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরা সোয়াদ'। এর অপর নাম 'সূরা দাঊদও'। এ সূরাটি মক্কী; এতে পাঁচটি রুকূ'; অষ্টাশিটি আয়াত, সাতশ বত্রিশটি পদ এবং তিন হাজার ছেষট্টিটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. যা মর্যাদাসম্পন্ন। এই বাণী অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

টীকা-৩. এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। এ কারণে, সত্য স্বীকার করে না।

টীকা-৪. অর্থাৎ আপনার সম্প্রদায়ের পূর্বে কত উম্মতকে ধ্বংস করে দিয়েছি এই দাম্ভিকতা ও নবীগণের বিরোধিতার কারণে;

টীকা-৫. অর্থাৎ শাস্তি অবতীর্ণ হবার সময় তারা ফরিয়াদ জানালো

সূরা সোয়াদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

সূরা সোয়াদ মক্কী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৮৮ রুকূ'-৫

রুকূ' – এক

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِی الذِّكْرِ ۝١

১. সোয়াদ। এ নামকরা ক্বোরআনের শপথ (২)!

بَلِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا فِیْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ۝٢

২. বরং কাফির অহংকার ও বিরোধিতার মধ্যে রয়েছে (৩)।

كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِیْنَ مَنَاصٍ ۝٣

৩. আমি তাদের পূর্বে কত জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি (৪); অতঃপর তারা ফরিয়াদ করেছে (৫) এবং তখন পরিত্রাণের সময় ছিলো না (৬)।

وَعَجِبُوْۤا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝٤

৪. এবং তারা এ কথার বিস্ময়বোধ করেছে যে, তাদের নিকট তাদেরই মধ্য থেকে এক সতর্ককারী তাশরীফ এনেছেন (৭) এবং কাফিরগণ বললো, 'এ'তো যাদুকর, বড় মিথ্যাবাদী।

اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عُجَابٌ ۝٥

৫. সে কি বহু খোদাকে একটি খোদা করে দিলো (৮)? নিশ্চয় এটা এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার।'

وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰۤی اٰلِهَتِكُمْ اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ یُّرَادُ ۝٦

৬. এবং তাদের মধ্যে থেকে সরদারগণ চলে গেলো (৯), 'তার নিকট থেকে চলে যাও! এবং নিজেদের খোদাগুলোর (বিশ্বাসের) উপর অটল থাকো। নিশ্চয় তাতে তার কোন উদ্দেশ্য আছে।'

টীকা-৬. যেন মুক্তি পেতে পারে। ঐ সময়ের ফরিয়াদ নিষ্ফল ছিলো। মক্কার কাফিরগণ তাদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনি।

টীকা-৭. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

টীকা-৮. শানে নুযূলঃ যখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন মুসলমানগণ খুশী হলেন। কিন্তু কাফিরগণ অতি দুঃখিত হলো। ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্ ক্বোরাঈশ বংশীয় নির্ভরযোগ্য ও নেতৃস্থানীয় পঁচিশজন লোককে একত্রিত করলো। অতঃপর তাদেরকে আবূ তালিবের নিকট নিয়ে এলো। আর তাঁকে বললো, "আপনি আমাদের নেতা ও সম্মানিত ব্যক্তি। আমরা আপনার নিকট এ জন্যই এসেছি যে, আপনি আমাদের ও আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন। তাঁর দলের নিম্ন পর্যায়ের লোকেরা যেই বিশৃংখলা সৃষ্টি করে রেখেছে তা আপনি জানেন।" আবূ তালিব হযরত বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ডেকে আরয করলেন, "এরা আপনার সম্প্রদায়েরই লোক। তারা আপনার সাথে সন্ধি করতে চায়। আপনি তাদের দিক থেকে একটুও বিমুখ হবেন না।" বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "এরা আমার নিকট কি চায়?" তারা বললো, "আমরা এতটুকুই চাই যে, আপনি আমাদের ও আমাদের মূর্তিগুলোর সমালোচনা ছেড়ে দিন। আমরাও আপনার এবং আপনার মা'বূদের সমালোচনায় অগ্রসর হবো না।" হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এরশাদ ফরমালেন, "তোমরা কি এমন একটা কলেমা গ্রহণ করতে পারো যেটা দ্বারা আরব ও অনারবের মালিক ও শাসক হয়ে যেতে পারবে?" আবূ জাহ্‌ল বললো, "একটা কেন, আমরা দশটা কলেমা গ্রহণ করতে পারবো।" বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন– বলো, "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ –" এ কথা শুনে ঐ সব লোক রাগান্বিত হয়ে উঠে গেলো, আর বলতে লাগলো, "তিনি কি বহু খোদাকে একটা মাত্র খোদা করে দিলেন? এতসব সৃষ্টির জন্য একটা মাত্র খোদা কিভাবে যথেষ্ট হতে পারে?" (নাঊযু বিল্লাহ!)

টীকা-৯. আবূ তালিবের মজলিস থেকে, পরস্পর এই বলতে লাগলো,

টীকা-১০. খৃষ্টানগণও তো তিন খোদায় বিশ্বাসী। ইনি তো মাত্র একটা খোদা বলছেন!

টীকা-১১. মক্কা বাসীদের মনে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবূয়তের পদমর্যাদার প্রতি হিংসার সৃষ্টি হলো আর তারা বললো, "আমাদের মধ্যে অভিজাত ও সম্মানিত লোক মওজূদ ছিলো। তাদের মধ্যে কারো প্রতি ক্বোরআন অবতীর্ণ হলো না। বিশেষ করে নবীকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপরই অবতীর্ণ হলো!"

টীকা-১২. কারণ, তারা সেটার আনয়নকারী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করে।

টীকা-১৩. যদি আমার শাস্তি ভোগ করে নিতো তবে, এ সন্দেহে, অস্বীকার ও হিংসা-বিদ্বেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকতো না। আর নবী আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালামের সত্যায়ন করতো। কিন্তু তখনকার সত্যায়ন কোন উপকারে আসতো না।

টীকা-১৪. এবং নবূয়তের চাবিসমূহ কি তাদের হাতেই রয়েছে যে, যাকেই চায় দিয়ে দেবে? তারা নিজেদেরকে কি মনে করে? তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর প্রভূত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ।

৭. এ কথাতো আমরা সর্বাপেক্ষা পরবর্তী দ্বীন খৃষ্টান ধর্মেও শুনিনি (১০)। এ'তো নিরেট নতুন মনগড়া উক্তি।

৮. আমাদের সবার মধ্য থেকে কি শুধু তাঁরই উপর ক্বোরআন অবতীর্ণ হলো (১১)?' বরং তারা সন্দিহান আমার কিতাব সম্পর্কে (১২) বরং এখনো আমার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করেনি (১৩)।

৯. তারা কি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহের খাজাঞ্চী (১৪)? তিনি সম্মানের মালিক, মহান দাতা (১৫)।

১০. তাদের জন্য কি আস্‌মানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব রয়েছে এবং যা কিছু সে দু'টির মধ্যখানে রয়েছে? থাকলে, রজ্জুসমূহ লটকিয়ে আরোহণ করুক (১৬)!

১১. এ তো এক লাঞ্ছিত বাহিনী ঐসব বাহিনীর মধ্য থেকে, যাকে সেখানেই তাড়িয়ে দেয়া হবে (১৭)।

১২. তাদের পূর্বে অস্বীকার করেছে নূহের সম্প্রদায়, আদ সম্প্রদায় ও চৌ-পেরেক বিদ্ধকারী ফিরআউন (১৮);

১৩. এবং সামূদ ও লূতের সম্প্রদায় এবং বনবাসীগণ (১৯)।

مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۚ اِنْ هٰذَآ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝٧

ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْۢ بَيْنِنَا ۭ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِيْ ۚ بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ ۝٨

اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ ۝٩

اَمْ لَهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۣ فَلْيَرْتَقُوْا فِي الْاَسْبَابِ ۝١٠

جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ۝١١

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ۝١٢

وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ

টীকা-১৫. তাঁর বাস্তব জ্ঞানের চাহিদানুসারে যাকে যা চান দান করেন। তিনি আপন হাবীব মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নবূয়ত দান করেছেন। সুতরাং তাতে কারো হস্তক্ষেপ করার ও আপত্তি করার কি অবকাশ আছে?

টীকা-১৬. এমন ক্ষমতা থাকলে যাকে ইচ্ছা ওহীর সাথে খাস করে নিক। আর বিশ্বের ব্যবস্থাপনাও নিজ হাতে নিয়ে নিক! যখন এমন কিছু নেই, তখন মহান প্রতিপালকের কার্যাদি ও আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করছে কেন? সেগুলোর মধ্যে তাদের কি অধিকার আছে?

কাফিরদেরকে এই জবাব দেয়ার পর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপন নবী করীম মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে সাহায্য ও সহযোগিতার ওয়াদা করেছেন।

টীকা-১৭. অর্থাৎ এই ক্বোরাঈশ দল ঐ সব বাহিনীর মধ্যে একটা, যারা আপনার পূর্বেকার নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামের মুকাবিলায় দল বেঁধে আসতো এবং সীমা লংঘন ও যুলুম-অত্যাচার করতো। ঐ কারণেই তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আপন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে খবর দিলেন যে, এই অবস্থা তাদেরই। তাদেরও পরাজয় হবে। সুতরাং বদরের যুদ্ধে তেমনই সংঘটিত হয়েছে। এরপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মনের শান্তনার জন্য পূর্ববর্তী নবীগণ আলায়হিমুস সালাম ও তাঁদের সম্প্রদায়গুলোর কথা উল্লেখ করেন।

টীকা-১৮. যে কারো প্রতি ক্রোধান্বিত হলে তাকে মাটির উপর শায়িত করে তার হাত পা চারটিই টেনে চতুর্দিকে খুঁটিগুলোর সাথে বেঁধে দেয়া হতো। অতঃপর তাকে পিটানো হতো এবং তার প্রতি নানা ধরণের নির্যাতন চালানো হতো।

টীকা-১৯. যারা (আস্‌হাবুল আয়কাহ্ বা অরণ্যবাসী) হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালামের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলো। ★

★ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ (আস্‌হাবুল আয়কাহ্)ঃ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে গহন অরণ্যের অধিবাসী। হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালামের সম্প্রদায় এই অঞ্চলে বসবাস করতো বলে তাঁদেরকে 'আস্‌হাবুল আয়কাহ্' বলা হয়। 'আয়কাহ্' হচ্ছে মাদ্‌য়ানের পার্শ্ববর্তী এলাকা। হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালাম এ দু'এলাকারই প্রতি প্রেরিত হন (নবী ছিলেন)। (কাশ্‌শাফ ও জালালাঈন ইত্যাদি)

টীকা-২০. যারা নবীগণের মুকাবিলায় দলবদ্ধ হয়ে এসেছে। মক্কার মুশ্‌রিকগণ এসব দলেরই অন্তর্ভুক্ত।

টীকা-২১. অর্থাৎ ঐসব বিগত উম্মত যখন নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামকে অস্বীকার করলো তখন তাদের উপর শাস্তি অবধারিত হয়ে গেলো। সুতরাং ঐ সমস্ত দুর্বল লোকের কি অবস্থা হবে, যখন তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হবে!

টীকা-২২. অর্থাৎ ক্বিয়ামতের প্রথম ফুৎকারের; যা তাদের শাস্তিরই মেয়াদকাল.

টীকা-২৩. এ উক্তিটা নাযার ইবনে হারিস বিদ্রূপবশতঃ করেছিলো। এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলছেন যে,

أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ۝١٣

এরা হচ্ছে ঐ দল (২০)।

إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۝١٤

১৪. তাদের মধ্যে কেউ এমন নেই, যে রসূলগণকে অস্বীকার করেনি, অতঃপর আমার শাস্তি অবধারিত হয়েছে (২১)।

রুকূ' - দুই

وَمَا يَنظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ۝١٥

১৫. এবং এরা অপেক্ষা করছে না, কিন্তু একটা বিকট শব্দের (২২), যাকে কেউ প্রতিহত করতে পারে না।

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝١٦

১৬. এবং বললো, 'হে আমাদের প্রতি পালক! আমাদের প্রাপ্যাংশ আমাদেরকে শীঘ্র দিয়ে দাও হিসাব-দিবসের পূর্বে (২৩)।'

اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝١٧

১৭. আপনি তাদের কথাগুলোর উপর ধৈর্যধারণ করুন! এবং নি'মাতসমূহের অধিকারী আমার বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন (২৪)। নিশ্চয় সে বড় প্রত্যাবর্তনকারী (২৫)।

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۝١٨

১৮. নিশ্চয় আমি তার সাথে পর্বতকে অনুগত করে দিয়েছি যেন (সেগুলো) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে (২৬) সন্ধ্যায় ও সূর্য চমকিত হবার সময় (২৭);

وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ۝١٩

১৯. এবং পক্ষীসমূহকে সমবেত করে (২৮); সবাই তার অনুগত ছিলো (২৯)।

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ۝٢٠

২০. এবং আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছি (৩০) এবং তাকে প্রজ্ঞা (৩১) ও মীমাংসাকারী বাগ্মিতা দিয়েছি (৩২)।

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۝٢١

২১. এবং আপনার নিকট (৩৩) কি ঐ অভিযোগকারীদের খবরও পৌঁছেছে, যখন তারা দেয়াল ডিঙিয়ে দাউদের মসজিদে এসেছিলো (৩৪)?

টীকা-২৪. যাঁকে ইবাদত করার খুব শক্তি প্রদান করা হয়েছিলো। তাঁর এ নিয়ম ছিলো যে, একদিন রোযা রাখতেন, একদিন রোযা ছেড়ে দিতেন আর রাতের প্রথম অর্দ্ধাংশে ইবাদত করতেন। এরপর রাতের এক তৃতীয়াংশ বিশ্রাম নিতেন। অতঃপর অবশিষ্ট এক ষষ্ঠাংশ ইবাদতে অতিবাহিত করতেন।

টীকা-২৫. আপন প্রতিপালকের প্রতি।

টীকা-২৬. হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালামের তাস্‌বীহ পাঠের সাথে।

টীকা-২৭. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালামের জন্য পর্বতমালাকে এমনই অনুগত করেছিলেন যে, যেখানেই তিনি ইচ্ছা করতেন, সঙ্গে নিয়ে যেতেন। (মাদারিক)

টীকা-২৮. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, যখন হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালাম তাস্‌বীহ পাঠ করতেন, তখন পর্বতমালাও তাঁর সাথে আল্লাহর তাস্‌বীহ্ (পবিত্রতা ও মহিমা বাক্য) পাঠ করতেন। আর পাখীগুলোও তাঁর সাথে সমবেত কণ্ঠে তাস্‌বীহ পাঠ করতেন।

টীকা-২৯. পর্বতমালাও, পাখীগুলোও।

টীকা-৩০. সৈন্য-বাহিনীর আধিক্য ও প্রাচুর্য দান করে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, "পৃথিবী-পৃষ্ঠের বাদশাহ্‌গণের মধ্যে হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালামের রাজত্ব খুব সুদৃঢ় ও শক্তিশালী ছিলো। ছত্রিশ হাজার পুরুষ তাঁর মেহ্‌রাবের (সিংহাসন) পাহারায় নিয়োজিত ছিলো।

টীকা-৩১. অর্থাৎ নবূয়ত। কোন কোন তাফসীরকারক 'হিকমত'-এর তাফসীর 'ন্যায় বিচার' দ্বারা করেছেন। কেউ কেউ করেছেন 'আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান' দ্বারা। কেউ কেউ 'ধর্মীয় বিষয়ের বুঝশক্তি' দ্বারা আর কেউ 'সুন্নাহ্' দ্বারা করেছেন (জুমাল)।

টীকা-৩২. 'মীমাংসাকারী বাগ্মিতা' দ্বারা বিচার সম্বন্ধীয় জ্ঞান, যা সত্যাসত্যের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়।

টীকা-৩৩. হে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম!

টীকা-৩৪. এ আগমনকারীগণ, প্রসিদ্ধ অভিমতানুসারে, ফিরিশ্‌তাগণই ছিলেন, যাঁরা হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালামের পরীক্ষার জন্য এসেছিলেন।

টীকা-৩৫. তাদের এই উক্তি একটা মাস্‌আলাকে কাল্পনিকরূপে উপস্থাপন করে 'জবাব' লাভ করার উদ্দেশ্যেই ছিলো। বস্তুতঃ কোন মাস্‌আলা সম্পর্কে সমাধান জানার জন্য কাল্পনিকভাবে কোন ঘটনা রচনা করে নেয়া হয় এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি সেটার সম্বন্ধ রচনা করা হয়; যাতে মাস্‌আলাটার বিবরণ খুব স্পষ্টভাবে সম্পন্ন হয় এবং সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়। এখানে মাস্‌আলার যেই প্রকৃতি এই ফিরিশ্‌তাগণ পেশ করলেন তাতে উদ্দেশ্য ছিলো ঐ বিষয়ের প্রতি হযরত দাঊদ আলায়হিস্‌ সালামের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই, যার তিনি সম্মুখীন হয়েছিলেন। তা এই ছিলো যে, তাঁর নিরানব্বই স্ত্রী ছিলো। এরপর তিনি আরো এক মহিলার প্রতি বিবাহের পয়গাম পাঠালেন, যার প্রতি একজন মুসলমান তাঁর পূর্বেই বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলো। কিন্তু তাঁর বিবাহ-প্রস্তাব পৌঁছার পর মহিলার অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজনগণ অন্য প্রস্তাবদাতার প্রতি কখনো দৃষ্টিপাত করবে কেন? তারা তাঁর পক্ষে রাজি হয়ে গেলো এবং তাঁর সাথে বিয়ে হয়ে গেলো।

অপর এক অভিমত এও আছে যে, ঐ মুসলমানের সাথে ঐ মহিলার বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিলো। তিনি ঐ মুসলমানের নিকট আপন আগ্রহের কথা প্রকাশ করলেন। আর এটাই চেয়েছিলেন যেন সে আপন স্ত্রীকে তালাক্ব দেয়। লোকটা তাঁর খাতিরে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি ও তালাক্ব দিয়ে দিলো। অতঃপর তাঁর সাথে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেলো।

বস্তুতঃ ঐ যুগের এই প্রথা ছিলো যে, যদি কোন ব্যক্তির মনে কারো স্ত্রীর প্রতি আগ্রহ হতো, তবে তার নিকট দাবী করে তালাক্ব প্রদান করানো হতো এবং ইদ্দতপূর্তির (তালাকেত্তর অন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত থাকার নির্দ্ধারিত মেয়াদকাল) পর বিবাহ করে নিতো। এটা না শরীয়ত মতে অবৈধ ছিলো, না সে যুগের প্রচলিত নিয়মের পরিপন্থী ছিলো। কিন্তু নবীর মর্যাদা বহু উচ্চ ও উন্নত হয়। এ কারণে, এটা তাঁর উন্নত মর্যাদার জন্য শোভা পাচ্ছিলো না। সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা হলো যে, তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং সেটার কারণও এভাবে সৃষ্টি করলেন যে, ফিরিশ্‌তাগণ বাদী ও বিবাদীর রূপে তাঁর সম্মুখস্থ হলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, যদি বুযর্গ লোকদের দ্বারা কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পন্ন হয় এবং তাঁর জন্য শোভা পায়না– এমন কোন কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়, তবে আদব হলো এই বিরূপ অভিযোগের ভাষা ব্যবহার করবে না, বরং ঐ ঘটনার মত একটা ঘটনা রচনা করে সেই সম্পর্কে প্রশ্নকারী, ফতোয়াপ্রার্থী ও জানতে ইচ্ছুক হয়ে প্রশ্ন করবে এবং তাঁর মহত্ব ও সম্মানের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করবে।

সূরা ঃ ৩৮ সোয়াদ ৮২০ পারা ঃ ২৩

إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا
لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ
فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا
إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾

২২. যখন তারা দাউদের নিকট প্রবেশ করলো, তখন সে তাদের কারণে ভীত হয়ে পড়লো। তারা আরয করলো, 'ভয় করবেন না, আমরা দু'টি দল, আমাদের একে অপরের প্রতি যুলুম করেছে (৩৫)। সুতরাং আমাদের মধ্যে সত্য ফয়সালা করে দিন এবং ন্যায়ের পরিপন্থী করবেন না (৩৬) আর আমাদেরকে সোজা পথ বাতলিয়ে দিন।'

إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً
وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا
وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾

২৩. নিশ্চয় এ আমার ভাই (৩৭)! তার নিকট নিরানব্বইটা মাদী দুম্বা আছে, আর আমার নিকট একটা মাত্র মাদী দুম্বা আছে। এখন এ বলছে, 'তাও আমাকে হস্তান্তর করে দাও এবং কথায় আমার উপর প্রভাব বিস্তার করছে।'

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ
إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ

২৪. দাউদ বললেন, 'নিশ্চয় এ তোমার প্রতি অন্যায় করছে যে, তোমার মাদী দুম্বাটাও তার মাদী দুম্বাগুলোর সাথে যুক্ত করতে চাচ্ছে। এবং নিশ্চয় অধিকাংশ অংশীবাদী একে অপরের প্রতি যুলুম করে, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে; এবং তারা খুবই স্বল্প সংখ্যক লোক (৩৮)।' এখন দাউদ বুঝতে পেরেছে যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি (৩৯); তখন আপন

মানযিল - ৬

এ কথাও জানা যায় যে, মহামহিম মালিক ও মুনিব আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন নবীগণের সম্মান এভাবেই রক্ষা করেন যে, তাঁদেরকে কোন বিষয়ে অবহিত করার জন্য ফিরিশ্‌তাগণকে এমন আদবের সাথে হাযির হবার নির্দেশ দেন।

টীকা-৩৬. যার ভুল হয়েছে তার চেহারার দিকে লক্ষ্য না করে তার বিচারের রায় দিয়ে দিন।

টীকা-৩৭. অর্থাৎ ধর্মীয় ভাই।

টীকা-৩৮. হযরত দাঊদ আলায়হিস্‌ সালামের এ কথোপকথন শুনে ফিরিশ্‌তাদের মধ্য থেকে একে অপরের দিকে দেখলেন এবং মৃদু হেসে তাঁরা আস্‌মানের দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

টীকা-৩৯. এবং 'মাদী দুম্বা' ছিলো একটা ইঙ্গিতসূচক শব্দ মাত্র, যা দ্বারা 'স্ত্রীর' কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, নিরানব্বইটি স্ত্রী তাঁর নিকট থাকা সত্ত্বেও আরো একটি স্ত্রীর প্রতি তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এ কারণে মাদী দুম্বার উপমা দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। যখন তিনি এটা বুঝতে পারলেন,

টীকা-৪০. মাসআলাঃ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নামাযে রুকূ' করা সাজদা-ই-তিলাওয়াতের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়; যদি নিয়্যত করা হয়।

প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা চেয়েছে এবং সাজদায় লুটিয়ে পড়েছে ও ফিরে এসেছে (৪০)।

২৫. অতঃপর আমি তাকে তা ক্ষমা করেছি। এবং নিশ্চয় তার জন্য আমার দরবারে অবশ্যই নৈকট্য ও ভাল ঠিকানা রয়েছে।

২৬. হে দাউদ! নিশ্চয় আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি (৪১)। সুতরাং তুমি লোকদের মধ্যে সঠিক ফয়সালা করো এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। যা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয়, ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে এ জন্য যে, তারা হিসাব-নিকাশের দিনকে বিস্মৃত হয়ে আছে (৪২)।

فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّ أَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾
فَغَفَرْنَا لَهُ ذٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٢٥﴾
يٰدَاوٗدُ إِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

রুকূ' - তিন

২৭. এবং আমি আস্‌মান, যমীন ও যা কিছু সেগুলোর মধ্যখানে রয়েছে, অনর্থক সৃষ্টি করিনি। এটা কাফিরদের ধারণা (৪৩)। সুতরাং কাফিরদের দুর্ভোগ আগুন থেকেই।

২৮. আমি কি ঐসব লোককে, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরই মত করে দেবো, যারা যমীনের মধ্যে সন্ত্রাস বিস্তার করেছে? অথবা আমি খোদাভীরুদেরকে অসৎ পাপীদের সমান স্থির করবো (৪৪)?

২৯. এটা এক কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি (৪৫), বরকতময়; যাতে তারা সেটার আয়াতসমূহের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বিবেকবান লোকেরা উপদেশ মান্য করে।

৩০. এবং আমি দাউদকে (৪৬) সুলায়মানকে দান করেছি। কতই উত্তম বান্দা! নিশ্চয় সে অতিশয় প্রত্যাবর্তনকারী (৪৭)।

৩১. যখন তাঁর সামনে পেশ করা হলো ত্রিপ্রহরে (৪৮) (ঐ অশ্বরাজিকে,) যে গুলোকে থামালে তিন পায়ের উপর দণ্ডায়মান হয় চতুর্থ ক্ষুরের প্রান্ত মাটিতে লাগানো অবস্থায়। আর ধাবিত করলে বাতাস হয়ে যায় (৪৯)।

৩২. অতঃপর সুলায়মান বললো, 'আমার নিকট ঐ ঘোড়াগুলোর ভালবাসা পছন্দ হলো আপন প্রতিপালকের স্মরণের জন্য (৫০)। অতঃপর সেগুলোকে ধাবিত করার নির্দেশ দিলেন। শেষ পর্যন্ত সেগুলো দৃষ্টির অন্তরালে

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾
أَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْأَرْضِ ۖ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾
كِتٰبٌ أَنْزَلْنٰهُ إِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾
وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهٗۤ أَوَّابٌ ﴿٣٠﴾
إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ﴿٣١﴾
فَقَالَ إِنِّىْۤ أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّىْ ۚ حَتّٰى

টীকা-৪১. সৃষ্টির ব্যবস্থাপনার জন্য আপনি আদিষ্ট হয়েছেন এবং আপনার নির্দেশ তাদের মধ্যে কার্যকর করেছেন।

টীকা-৪২. এবং এ কারণে ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। যদি তাদের বিচার-দিবসের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকতো তবে দুনিয়াতেই ঈমান নিয়ে আসতো।

টীকা-৪৩. যদিও তারা সুস্পষ্ট ভাষায় এ কথা বলেনা যে, আসমান ও যমীন এবং সমগ্র দুনিয়া অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে; কিন্তু যখন পুনরুত্থান ও প্রতিদানের বিষয়কে অস্বীকারকারী হয়েছে, তখন ফলশ্রুতি এই হলো যে, তারা দুনিয়ার সৃষ্টিকে অনর্থক ও নিষ্ফল মনে করে।

টীকা-৪৪. একথা সম্পূর্ণ প্রজ্ঞা-বিরোধী। আর যে ব্যক্তি প্রতিদানের বিষয়কে অস্বীকার করে সে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও সংশোধনকারী এবং পাপী ও পরহেযগারকে সমান সাব্যস্ত করবে এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য করবে না। কাফিরগণ এই অজ্ঞতার মধ্যেই আটকা পড়ে রয়েছে।

শানে নুযূলঃ কোরাঈশ বংশীয় কাফিরগণ মুসলমানদেরকে বলেছিলো, "আখিরাতে যে সব নি'মাত তোমরা লাভ করবে আমরাও তা পাবো।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর এরশাদ করা হয়েছে যে, সৎ ও অসৎ, মু'মিন ও কাফিরকে এক সমান করে দেয়া প্রজ্ঞার চাহিদা নয়; বরং এটা কাফিরদের ভ্রান্ত-ধারণাই।

টীকা-৪৫. অর্থাৎ কোরআন শরীফ,

টীকা-৪৬. প্রিয় সন্তান

টীকা-৪৭. আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি এবং সব সময় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা এবং স্মরণেই রত আছেন।

টীকা-৪৮. যোহরের পর এমন সব ঘোড়া,

টীকা-৪৯. এগুলো হাজার ঘোড়া ছিলো; যেগুলো জিহাদের জন্য হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামের সামনে পরিদর্শনের নিমিত্ত যোহরের পর পেশ করা হয়েছিলো।

টীকা-৫০. অর্থাৎ সেগুলোর প্রতি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং দ্বীনের শক্তি ও সমর্থনের নিমিত্ত ভালবাসা রাখি; সেগুলোর প্রতি আমার ভালবাসা কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে নয়। (তাফসীর-ই-কবীর)

টীকা-৫১. অর্থাৎ চোখের আড়ালে চলে গেলো।

টীকা-৫২. এবং এই হাত বুলানোর কতগুলো কারণ ছিলো, যথা-

এক) ঘোড়াগুলোর গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ করা; কারণ, সেগুলো শত্রুর মুকাবিলায় উত্তম সহায়ক।

দুই) রাজ্যের বিষয়াদি নিজেই দেখাশুনা করা, যেন সমস্ত কর্মচারীও স্বীয় কর্তব্য পালনে প্রস্তুত থাকে।

তিন) তিনি ঘোড়ার অবস্থাদি, সে গুলোর রোগ ব্যাধি এবং দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সর্বাধিক বিশেষজ্ঞ ছিলেন। সেগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে সেগুলোর অবস্থাদি পরীক্ষা করছিলেন।

কোন কোন তাফসীরকারক এ আয়াতগুলোর তাফসীর বা ব্যাখ্যায় বহু অবাস্তব কথাবার্তা লিখে দিয়েছেন, যেগুলোর সত্যতার পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। বস্তুতঃ সেগুলো নিছক গল্প মাত্র; যেগুলো মজবুত প্রমাণাদির সম্মুখে কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। আর এ তাফসীর, যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা ক্বোরআনের বর্ণনাভঙ্গীর সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ্‌রই জন্য সমস্ত প্রশংসা। (তাফসীর-ই-কবীর)

تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾

অদৃশ্য হয়ে গেলো (৫১)।

رُدُّوهَا عَلَيَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾

৩৩. অতঃপর নির্দেশ দিলো, 'সে গুলোকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনো।' অতঃপর সে গুলোর গোছ ও গর্দানগুলোর উপর হাত বুলাতে লাগলো (৫২)

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٤﴾

৩৪. এবং নিশ্চয় আমি সুলায়মানকে পরীক্ষা করলাম (৫৩) এবং তার সিংহাসনের উপর একটা প্রাণহীন ধড় রেখে দিলাম (৫৪), অতঃপর প্রত্যাবর্তন করলো (৫৫)।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾

৩৫. আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমাকে এমন রাজ্য দান করো, যা আমার পর কারো জন্য উপযোগী না হয় (৫৬), নিশ্চয় তুমি বড়ই দাতা।'

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾

৩৬. অতঃপর আমি বায়ুকে তার অধীন করে দিলাম, যা তার নির্দেশে মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হতো (৫৭), যেখানেই সে চাইতো;

وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾

৩৭. এবং শয়তানদেরকে অধীন করে দিয়েছি প্রত্যেক প্রাসাদ নির্মাণকারী (৫৮) এবং ডুবুরীদেরকে (৫৯);

وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾

৩৮. এবং আরো অনেককে শৃংখলে আবদ্ধাবস্থায় (৬০)।

هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ

৩৯. এ'টা আমার দান। এখন তুমি ইচ্ছা

টীকা-৫৩. বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম বলেছিলেন, "আমি আজ রাতে আমার **নব্বই** বিবির সাথে সাক্ষাত করবো, এর ফলে প্রত্যেক বিবিই গর্ভবতী হবে। প্রত্যেকের গর্ভে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারী অশ্বারোহী সন্তান জন্ম নেবে।" কিন্তু এ কথা বলার সময় বরকতময় মুখে 'ইনশাআল্লাহ্' বলেন নি। খুব সম্ভব, হযরত এমন কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন, যার ফলে সেদিকে খেয়াল ছিলো না। সুতরাং কোন স্ত্রীই গর্ভবতী হয়নি; একটি মাত্র ব্যতীত। তার গর্ভেও এক অসম্পূর্ণ গড়নের শিশু জন্ম লাভ করলো।

বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, "যদি হযরত সুলায়মান, 'ইন্‌শাআল্লাহ্' বলতেন, তবে ঐ সব স্ত্রীর গর্ভে পুত্র সন্তানই জন্মলাভ করতো। আর তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করতো। (বোখারী, ১৩শ পারাঃ কিতাবুল আম্বিয়া)

টীকা-৫৪. অর্থাৎ অসম্পূর্ণ গড়নের শিশু।

টীকা-৫৫. আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি; আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে, ইন্‌শাআল্লাহ্ বলতে ভুলে যাবার কারণে এবং হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্‌র দরবারে

টীকা-৫৬. এ'তে উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, এমন রাজ্য তাঁর জন্য মু'জিযা হোক!

টীকা-৫৭. অনুগত বেশে,

টীকা-৫৮. যে তাঁরই নির্দেশে ও তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক অত্যাশ্চর্য ও দুর্লভ প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করতো

টীকা-৫৯. যে তাঁর জন্য সমুদ্র থেকে মুক্তা তুলে আনতো। দুনিয়ায় সর্বপ্রথম সমুদ্র থেকে মুক্তা আহরণকারী তিনিই।

টীকা-৬০. অবাধ্য শয়তানকেও তাঁর বশীভূত করে দেয়া হয়; যাদেরকে তিনি শিক্ষা দান করার জন্য ও ফ্যাসাদ-বিপর্যয় থেকে বাধা দানের জন্য বেড়ী ও শিকল দ্বারা বেঁধে বন্দী রাখতেন।

টীকা-৬১. যাকে চাও।

টীকা-৬২. যে কারো থেকে চাও। অর্থাৎ দেয়া কিংবা না দেয়ার অধিকার আপনাকে দেয়া হয়েছে– যেমন ইচ্ছা তেমনই করুন।

أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٠﴾

করলে অনুগ্রহ করো (৬১) অথবা রুখে দাও (৬২)! তোমার উপর কোন হিসাব নেই।

৪০. এবং নিশ্চয় তার জন্য আমার দরবারে অবশ্যই নৈকট্য ও উত্তম ঠিকানা রয়েছে।

রুকূ' – চার

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٤٣﴾

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾

وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾

وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾

هَٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٩﴾

جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿٥٠﴾

مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ

৪১. এবং স্মরণ করুন আমার বান্দা আইয়ূবকে, যখন সে তার প্রতিপালককে আহবান করেছিলো, 'আমাকে শয়তান যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে (৬৩)।'

৪২. আমি বললাম, 'আপন পদ দ্বারা ভূমিকে আঘাত করো (৬৪)!' এটা হচ্ছে সুশীতল প্রস্রবণ গোসলের ও পান করার জন্য (৬৫)।'

৪৩. এবং আমি তাকে তার পরিবার-পরিজন এবং তাদের সমসংখ্যক আরো অধিক দান করলাম আপন অনুগ্রহ প্রদর্শনরূপে (৬৬) এবং বোধশক্তিসম্পন্নদের উপদেশের জন্য।

৪৪. এবং বললাম, 'আপন হাতে একটা ঝাড়ু নিয়ে তা দ্বারা আঘাত করো (৬৭) এবং শপথ ভঙ্গ করো না।' নিশ্চয় আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি। কতই উত্তম বান্দা (৬৮)! নিশ্চয় সে অতি প্রত্যাবর্তনকারী।

৪৫. এবং স্মরণ করুন! আমার বান্দাগণ– ইব্রাহীম, ইস্‌হাক্ব, য়া'কূব– ক্ষমতা ও জ্ঞানসম্পন্নদেরকে (৬৯)।

৪৬. নিশ্চয় আমি তাদেরকে এক খাঁটি বাণী দ্বারা স্বাতন্ত্র্য (বিশেষত্ব) দান করেছি, তা হচ্ছে ঐ জগতের স্মরণ (৭০)।

৪৭. এবং নিশ্চয় তারা আমার নিকট মনোনীত পছন্দনীয়।

৪৮. এবং স্মরণ করুন ইসমাঈল, য়াসা' ও যুল-কিফ্‌লকে (৭১) এবং সবই সজ্জন।

৪৯. এটা উপদেশ এবং নিশ্চয় (৭২) খোদাভীরুদের ঠিকানা;

৫০. উত্তম বসবাসের বাগান। সেগুলোর সমস্ত দরজা তাদের জন্য উন্মুক্ত।

৫১. সেগুলোর মধ্যে হেলান দিয়ে (৭৩), সেগুলোর মধ্যে প্রচুর ফলমূল ও পানীয় চাইবে।

৫২. এবং তাদের নিকট এমনসব স্ত্রী রয়েছে যারা আপন স্বামী ব্যতীত অন্য কারো দিকে

টীকা-৬৩. শরীর ও সম্পদে। এটা দ্বারা তাঁর রোগাক্রান্ত হওয়া ও এর যন্ত্রণাদি বুঝানো হয়েছে। (এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ 'সূরা আম্বিয়া'-এর ষষ্ঠ রুকূ'তে গত হয়েছে।)

টীকা-৬৪. সুতরাং তিনি মাটিতে পদাঘাত করলেন। ফলে, তা থেকে একটা মিষ্ট পানির প্রস্রবণ প্রবাহিত হলো। আর তাঁকে বলা হলো–

টীকা-৬৫. অতএব, তিনি তা থেকে পান করলেন এবং গোসল করলেন। ফলে, সমস্ত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন রোগ-ব্যাধি এবং যন্ত্রণা ও কষ্ট দূরীভূত হয়ে গেলো।

টীকা-৬৬. সুতরাং বর্ণিত আছে যে, তাঁর যে সব সন্তান মৃত্যুবরণ করেছিলো আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকেও জীবিত করলেন এবং আপন দয়া ও অনুগ্রহে তত সংখ্যক আরো দান করলেন।

টীকা-৬৭. আপন বিবিকে, যাকে একশ'টা বেত্রাঘাত করার শপথ করেছিলেন দেরীতে হাযির হবার কারণে।

টীকা-৬৮. অর্থাৎ হযরত আইয়ূব আলায়হিস্ সালাম।

টীকা-৬৯. যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞানগত ও কর্মগত প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আপন মা'রিফাত (পরিচিতি লাভ) ও আনুগত্য করার শক্তি দান করেছেন।

টীকা-৭০. অর্থাৎ পরকালের। তা লোকদেরকে এরই স্মরণ করিয়ে দেয় এবং অধিক পরিমাণে তাঁকে স্মরণ করে। দুনিয়ার ভালবাসা তাদের অন্তরসমূহে স্থান পায়নি।

টীকা-৭১. অর্থাৎ তাদের মর্যাদাসমূহ ও তাদের ধৈর্যের কথা, যাতে তাদের পবিত্র স্বভাবগুলো থেকে লোকেরা সৎকর্মের আগ্রহ অর্জন করে। আর 'যুল-কিফ্‌ল' নবী ছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে।

টীকা-৭২. পরকালে

টীকা-৭৩. কারুকার্যকৃত আসনগুলোর উপর,

টীকা-৭৪. অর্থাৎ সবাই বয়সে সমান। অনুরূপভাবে, সৌন্দর্য ও যৌবনে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা রাখবে; না একে অপরের প্রতি শত্রুতা, না ঈর্ষা এবং না হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে।

টীকা-৭৫. চিরদিন স্থায়ী থাকবে। সেখানে যা কিছু নেওয়া হবে ও ব্যয় করা হবে তা আপন স্থানে তেমনি সৃষ্ট হয়ে যাবে। দুনিয়ার বস্তুসমূহের ন্যায় বিলীন ও অস্তিত্বহীন হবে না।

টীকা-৭৬. অর্থাৎ ঈমানদারদের জন্য।

টীকা-৭৭. জ্বলন্ত আগুনে। তাই হবে বিছানা।

টীকা-৭৮. যা জাহান্নামবাসীদের শরীর ও তাদের গলিত ক্ষতস্থানগুলো ও আবর্জনার স্থানগুলো থেকে প্রবাহিত হবে যন্ত্রণাদায়ক ও দুর্গন্ধময় হয়ে।

টীকা-৭৯. বিভিন্ন ধরণের শাস্তি।

টীকা-৮০. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেন, "যখন কাফিরদের নেতৃবর্গ জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং তাদের পেছনে পেছনে তাদের অনুসারীরাও, তখন জাহান্নামের দারোগা ঐ নেতৃবর্গকে বলবেন, "এটা তোমাদের অনুসারীদের বাহিনী, যা তোমাদের মত তোমাদেরই সাথে জাহান্নামে ধ্বসে পড়ছে।"

টীকা-৮১. যে, তোমরা প্রথমে কুফর অবলম্বন করেছো এবং আমাদেরকে ঐ পথে চালিত করেছো।

টীকা-৮২. অর্থাৎ জাহান্নাম অতীব মন্দ ঠিকানা।

টীকা-৮৩. কাফিরদের নির্ভরযোগ্য লোকেরা ও নেতৃবর্গ

টীকা-৮৪. অর্থাৎ গরীব মুসলমানদেরকে। এবং তারা তাঁদেরকে আপন ধর্মের বিরোধী হবার কারণে মন্দ বলে গণ্য করতো, আর গরীব হবার কারণে তুচ্ছ জ্ঞান করতো। যখন কাফিরগণ জাহান্নামে তাদেরকে দেখতে পাবে না তখন বলবে, "তারা আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না কেন?"

টীকা-৮৫. এবং বাস্তবিক পক্ষে, তারা এমন ছিলো না, দোযখে আসেই নি। তাদের প্রতি আমাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা ও তাদের প্রতি হাস্য করা বাতিলই ছিলো।

চোখ তুলে দেখে না, একই বয়সের (৭৪)।

৫৩. এটা হচ্ছে তা-ই, যেটার তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় হিসাব-নিকাশের দিবসে।

৫৪. এটা আমার রিয্‌ক্ব, যা কখনো নিঃশেষ হবে না (৭৫)।

৫৫. তাদের জন্য তো এটাই (৭৬)। এবং নিশ্চয় অবাধ্যদের নিকৃষ্টতম ঠিকানা-

৫৬. জাহান্নাম, যাতে তারা প্রবিষ্ট হবে; সুতরাং কতই মন্দ বিছানা (৭৭)!

৫৭. তাদের জন্য এটাই; অতঃপর সেটা ভোগ করবে- ফুটন্ত পানি ও পুঁজ (৭৮)।

৫৮. এবং এই আকৃতির আরো বহু জোড়া (৭৯)।

৫৯. তাদেরকে বলা হবে, 'এটা অন্য একটা বাহিনী, তোমাদের সাথে ধ্বসিয়ে পড়েছে, যা তোমাদেরই ছিলো (৮০)। তারা বলবে, 'তারা যেন উন্মুক্ত স্থান না পায়। আগুনেই তো তাদেরকে যেতে হবে।

৬০. সেখানেও সংকীর্ণ স্থানে থাকবে। অনুসারী বলবে, 'বরং তোমরা যেন উত্তম স্থান না পাও!' এ বিপদ তোমরাই আমাদের সম্মুখে এনেছো (৮১)। সুতরাং কতই মন্দ ঠিকানা (৮২)!'

৬১. তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যারা এ বিপদ আমাদের সামনে এনেছে তাদেরকে আগুনের মধ্যে দ্বিগুণ শাস্তি বৃদ্ধি করো।'

৬২. এবং (৮৩) বলবে, 'আমাদের কী হলো যে, আমরা ঐসব পুরুষকে দেখছিনা যাদেরকে আমরা মন্দ বলে গণ্য করতাম (৮৪)!

৬৩. 'আমরা কি তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্রে পরিণত করে নিয়েছি (৮৫), না তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরে গেছে (৮৬)?'

৬৪. নিশ্চয় এটা অবশ্যই সত্য, দোযখীদের পারস্পরিক ঝগড়া।

রুকূ' - পাঁচ

৬৫. আপনি বলুন (৮৭), 'আমি সতর্ককারী

ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ٥٢

هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٥٣

إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ ٥٤

هَٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍ ٥٥

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ٥٦

هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ٥٧

وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ ٥٨

هَٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ٥٩

قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ۖ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ٦٠

قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِى ٱلنَّارِ ٦١

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ٦٢

أَتَّخَذْنَٰهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَٰرُ ٦٣

إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ٦٤

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مُنذِرٌ

টীকা-৮৬. এ কারণে, তারা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। অথবা এই অর্থ যে, তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরে গেছে এবং দুনিয়ায় আমরা তাদের মর্যাদা ও মহত্ত্ব দেখতে পারিনি।

টীকা-৮৭. হে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! মক্কার কাফিরদেরকে

টীকা-৮৮. তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছি।

টীকা-৮৯. অর্থাৎ ক্বোরআন অথবা ক্বিয়ামত অথবা আমার রসূল সতর্ককারী হওয়া অথবা আল্লাহ্ তা'আলা এক ও শরীকহীন হওয়া

টীকা-৯০. যে, আমার উপর ঈমান আনছো না এবং ক্বোরআন পাক ও আমার দ্বীনকে অমান্য করছো।

টীকা-৯১. অর্থাৎ ফিরিশ্‌তাগণ হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে। এটা হযরত বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবূয়তের সত্যতার পক্ষে এক অকাট্য প্রমাণ। মোটকথা এই যে, ঊর্ধ্ব জগতে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে ফিরিশ্‌তাদের বাদানুবাদ করা আমি কিভাবে জানতে পারতাম যদি আমি নবী না হতাম? এ সম্পর্কে খবর দেয়া আমার নবূয়ত ও আমার নিকট ওহী আসারই প্রমাণ বহন করে।

টীকা-৯২. দারমী ও তিরমিযীর হাদীসমূহে রয়েছে যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "আমি আমার উৎকৃষ্টতম অবস্থায় আপন মহামহিম প্রতিপালকের সাক্ষাৎ পেয়ে ধন্য হয়েছি।"

(হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, "আমার মনে হয়, এই ঘটনা স্বপ্নের"।)

হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এরশাদ ফরমান, "মহা সম্মানিত, মহামহিম, বরকতময়, মহান প্রতিপালক এরশাদ ফরমান, "হে মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! ঊর্ধ্ব জগতের ফিরিশ্‌তাগণ কোন্ বিষয়ে বাদানুবাদ করছে?" আমি আরয করলাম, "হে প্রতিপালক! তুমিই জ্ঞাত।" হুযূর এরশাদ ফরমান, "অতঃপর রব্বুল ইয্যাত আপন দয়া ও করুণার হাত আমার উভয় কাঁধের মাঝখান রাখলেন। আর আমি এর ফয়যের প্রতিক্রিয়া আপন বরকতময় হৃদয়ে অনুভব করলাম। অতঃপর আস্‌মান ও যমীনের সমস্ত কিছু আমার জ্ঞানের আওতাভুক্ত হয়ে গেলো।" অতঃপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমালেন, "হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আপনি জানেন কি ঊর্ধ্ব জগতের ফিরিশ্‌তাগণ কোন বিষয়ে বাদানুবাদ করছে?" আমি আরয করলাম, "হাঁ, হে আমার প্রতিপালক! আমি জানি। তারা 'কাফ্‌ফারাসমূহ' (পাপ মোচনকারী কার্যাদি) সম্পর্কে বাদানুবাদ করছে। আর 'কাফ্‌ফারাসমূহ' হচ্ছে, নামাযসমূহের পর মসজিদে অবস্থান করা, পদব্রজে জমা'আতসমূহে যাওয়া, যখন শীত ইত্যাদির কারণে পানির ব্যবহার অপছন্দনীয় হয়, তখন ভালভাবে অযূ করা। যে কেউ এ কাজগুলো করে তার জীবনও উত্তম, মরণও উত্তম। আর গুনাহসমূহ থেকে এমনভাবে পাক-পবিত্র হয়ে বের হয়ে যাবে, যেমন আপন জন্মের দিনে ছিলো।" আর বললেন, "হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! নামাযের পর এ দো'আ করুন–

وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾

قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ ﴿٦٧﴾

اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ ﴿٦٨﴾

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍۢ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰٓى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٦٩﴾

اِنْ يُّوْحٰٓى اِلَيَّ اِلَّآ اَنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٠﴾

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ﴿٧١﴾

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ

হই (৮৮); এবং উপাস্য কেউ নেই, কিন্তু এক আল্লাহ্; সবার উপর বিজয়ী।

৬৬. মালিক আস্‌মানসমূহ ও যমীনের এবং যা কিছু সেগুলোর মাঝখানে রয়েছে, সম্মানিত, মহা ক্ষমাশীল।'

৬৭. আপনি বলুন! 'তা (৮৯) এক মহা সংবাদ।

৬৮. তোমরা তা থেকে উদাসীন রয়েছো (৯০)।

৬৯. আমার নিকট ঊর্ধ্ব জগতের কি খবর ছিলো যখন তারা বিতণ্ডা করছিলো (৯১)?

৭০. আমার প্রতি তো এই ওহী হয় যে, 'আমি নই, কিন্তু সুস্পষ্ট সতর্ককারী (৯২)।'

৭১. যখন আপনার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে বললেন, 'আমি মাটি থেকে মানব সৃষ্টি করবো (৯৩)।

৭২. অতঃপর যখন আমি তাকে সুঠাম করে

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَاِذَا اَرَدْتَّ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِيْ اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ ٥

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট চাই– ভালো কাজগুলো সম্পাদন করা, মন্দ কার্যাদি বর্জন করা এবং মিস্‌কীনদের ভালবাসা। আর যখনই তুমি তোমার বান্দাদেরকে ফিৎনায় (পরীক্ষায়) ফেলতে চাও, তখনই আমাকে তোমারই প্রতি ফিৎনামুক্ত অবস্থায় উঠিয়ে নাও।"

কোন কোন বর্ণনায় এটা রয়েছে যে, হযরত বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "আমার নিকট সবকিছু সুস্পষ্ট হয়ে গেছে এবং আমি জেনে নিয়েছি।" অপর এক বর্ণনায় আছে, "যা কিছু পূর্ব ও পশ্চিমে রয়েছে সবই আমি জেনে নিয়েছি।" ইমাম আল্লামা আলাউদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম বাগদাদী ওরফে 'খাযিন' আপন তাফসীর গ্রন্থে এর অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বক্ষ মুবারক উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, হৃদয় শরীফকে আলোকোজ্জ্বল করে দিয়েছেন, আর যা কিছু অজানা ছিলো সবকিছুর পরিচয় হুযূরকে দান করেছেন; এমনকি তিনি নি'মাত ও পরিচিতির শৈত্য আপন হৃদয় মুবারকের মধ্যে পেয়েছেন। আর যখন হৃদয় মুবারক আলোকিত হয়ে গেলো এবং পবিত্র বক্ষ খুলে গেলে, তখন যা কিছু আস্‌মানসমূহ ও যমীনের প্রত্যেকটা স্তরে রয়েছে, আল্লাহ্‌র অবগতি দানের বদৌলতে জেনে নিয়েছেন।

টীকা-৯৩. অর্থাৎ (হযরত) আদমকে সৃষ্টি করবো।

وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾

إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿٧٦﴾

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٨٠﴾

إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾

নেবো (৯৪), এবং তাতে আমার নিকট থেকে রূহ ফুৎকার করবো (৯৫) তখন তোমরা তাঁরই প্রতি সাজদাবনত হও!'

৭৩. তখন সমস্ত ফিরিশ্‌তা সাজদা করলো একেক করে যে, কেউ অবশিষ্ট রইলো না;

৭৪. কিন্তু ইবলীস (৯৬)। সে অহংকার করলো এবং সে ছিলোই কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত (৯৭)।

৭৫. বললেন, 'হে ইবলীস! তোমাকে কোন্ জিনিষটা বাধা দিলো তাকেই সাজদা করতে, যাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি? তোমার মধ্যে কি অহংকার এসেছে, না তুমি ছিলেই অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত (৯৮)?'

৭৬. সে বললো, 'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হই (৯৯)। তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো, আর তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছো।'

৭৭. বললেন, 'তুমি জান্নাত থেকে বের হয়ে যাও! নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত (১০০)।

৭৮. এবং নিশ্চয় তোমার উপর আমার অভিসম্পাত রইলো ক্বিয়ামত পর্যন্ত (১০১)।'

৭৯. বললো, 'হে আমার প্রতিপালক এমনি হলে তুমি আমাকে অবকাশ দাও ঐ দিন পর্যন্ত, যেদিন উঠানো হবে (১০২)।'

৮০. (তিনি) বললেন, 'তুমি তো অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত;

৮১. ঐ জ্ঞাত সময়ের দিন পর্যন্ত (১০৩)।'

৮২. সে বললো, 'তোমার সম্মানের শপথ! অবশ্যই আমি ঐ সবকে পথভ্রষ্ট করে ফেলবো;

৮৩. কিন্তু যারা তাদের মধ্যে তোমার মনোনীত বান্দা রয়েছে।'

৮৪. বললেন, 'সুতরাং সত্য এটাই; এবং আমি সত্যই বলি।

৮৫. নিশ্চয় আমি অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করবো তোমার দ্বারা (১০৪) ও তাদের মধ্যে (১০৫) যতজন তোমার অনুসরণ করবে–সবারই দ্বারা।'

৮৬. আপনি বলুন, 'আমি এ ক্বোরআনের জন্য তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রতিদান চাইনা এবং আমি কপট লোকদের অন্তর্ভুক্ত নই।'

৮৭. তাতো নয়, কিন্তু উপদেশ সমগ্র জাহানের জন্য।

৮৮. এবং অবশ্যই একটা সময়ের পর তোমরা সেটার সংবাদ জানবে (১০৬)। ★

টীকা-৯৪. অর্থাৎ তাঁর জন্ম (সৃষ্টি) পরিপূর্ণ করবো,

টীকা-৯৫. এবং তাকে জীবন দান করবো।

টীকা-৯৬. সাজদা করেনি।

টীকা-৯৭. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জ্ঞানে।

টীকা-৯৮. অর্থাৎ এই সম্প্রদায় থেকে, যাদের স্বভাবই হচ্ছে অহংকার করা?

টীকা-৯৯. এ থেকে তার উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, 'যদি আদমকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করা হতো এবং আমার সমানও হতো, তবুও আমি তাকে সাজদা করতাম না; সুতরাং তার চেয়ে উত্তম হয়ে তাকে সাজদা করার প্রশ্নই ওঠেনা।'

টীকা-১০০. স্বীয় ঔদ্ধত্য, অবাধ্যতা ও অহংকারের কারণে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তার আকৃতি পরিবর্তিত করে দিলেন। সে পূর্বে সুন্দর ছিলো। তাকে কুৎসিৎ ও কালো চেহারাসম্পন্ন করে দেয়া হলো এবং তার ঔজ্জ্বল্য ছিনিয়ে নেয়া হলো।

টীকা-১০১. এবং ক্বিয়ামতের পর অভিসম্পাতও এবং বিভিন্ন ধরণের শাস্তিও।

টীকা-১০২. আদম আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর বংশধরকে তাদের বিলীন হবার পর প্রতিদানের জন্য। আর তাতে তার উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, সে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য যেন অবসর পায়, তাদের প্রতি আপন বিদ্বেষকে ভালভাবে চরিতার্থ করতে পারে এবং মৃত্যু থেকেও সম্পূর্ণ বেঁচে যায়। কেননা, পুনরুত্থানের পর আর মৃত্যু নেই।

টীকা-১০৩. অর্থাৎ 'প্রথম ফুৎকার' পর্যন্ত, যেটা সৃষ্টিকে বিলীন করার জন্য অবধারিত হয়েছে।

টীকা-১০৪. তোমার বংশধর সহকারে।

টীকা-১০৫. অর্থাৎ মানবকুল থেকে

টীকা-১০৬. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন, 'মৃত্যুর পর'। অপর এক অভিমত এই যে, ক্বিয়ামত-দিবসে। ★

****

★ 'সূরা সোয়াদ' সমাপ্ত।

টীকা- ১. 'সূরা যুমার' মক্কী; এই আয়াত দু'টি ব্যতীত- قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا এবং اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ এই সূরায় আটটি রুকূ', পঁচাত্তরটি আয়াত, এক হাজার একশ বাহাত্তরটি পদ এবং চার হাজার নয়শ আটটি বর্ণ আছে।

সূরা যুমার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা যুমার মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৭৫ রুকূ'-৮

রুকূ' - এক

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ①

১. কিতাব (২) অবতীর্ণ হওয়া আল্লাহ্ সম্মানিত ও প্রজ্ঞাময়ের নিকট থেকে।

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ②

২. নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি (৩) এ কিতাব সত্য সহকারে অবতীর্ণ করেছি; সুতরাং আল্লাহ্‌রই ইবাদত করুন নিরেট তাঁরই বান্দা হয়ে।

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ③

৩. হাঁ, অকৃত্রিম বন্দেগী শুধু আল্লাহ্‌রই (৪)। এবং ঐসব লোক, যারা তাঁকে (আল্লাহ্) ব্যতীত অন্য অভিভাবক গ্রহণ করে বসেছে (৫), তারা বলে, 'আমরা তো তাদেরকে (৬) শুধু এতটুকু কথার জন্য পূজা করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে এনে দেবে।' আল্লাহ্ তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন এ কথারই, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে (৭)। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎপথ প্রদান করেন না তাকে, যে মিথ্যাবাদী, বড় অকৃতজ্ঞ হয় (৮)।

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ سُبْحٰنَهٗ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ④

৪. আল্লাহ্ নিজের জন্য সন্তান গ্রহণ করলে আপন সৃষ্টি থেকে যাকে চাইতেন মনোনীত করে নিতেন (৯)। পবিত্রতা তাঁরই (১০)। তিনিই হন এক আল্লাহ্ (১১), সবার উপর বিজয়ী।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ⑤

৫. তিনি আস্‌মান ও যমীন সত্যই সৃষ্টি করেছেন; রাতকে দিনের উপর আচ্ছাদিত করেন এবং দিনকে রাতের উপর আচ্ছাদিত করেন (১২)। আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকটি এককেটি নির্দ্ধারিত মেয়াদকালের জন্য পরিভ্রমণ করছে (১৩)। শুনছো! তিনিই সম্মানের মালিক, ক্ষমাশীল।

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

৬. তিনি তোমাদেরকে এক সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন (১৪)। অতঃপর তা থেকে তার জোড়া

টীকা-২. কিতাব দ্বারা ক্বোরআন শরীফ বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৩. হে বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম!

টীকা-৪. তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযোগী নেই।

টীকা-৫. উপাস্য স্থির করে বসেছে। ঐসব লোক দ্বারা মূর্তি পূজারীদের কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৬. অর্থাৎ মূর্তিগুলোকে

টীকা-৭. ঈমানদারদেরকে জান্নাতে এবং কাফিরদেরকে দোযখে প্রবিষ্ট করে।

টীকা-৮. মিথ্যাবাদী এ কথায় যে, তারা মূর্তিগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে পৌঁছানোর উপযোগী বলে, খোদার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে এবং অকৃতজ্ঞ এমনই যে, মূর্তি পূজা করে।

টীকা-৯. অর্থাৎ যদি কাল্পনিকভাবে, আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সন্তান গ্রহণ করা সম্ভব হতো, তবে তিনি যাকে ইচ্ছা করতেন সন্তানরূপে গ্রহণ করতেন; এ সিদ্ধান্তটা কাফিরদের উপর ছাড়তেন না যে, তারা যাকেই ইচ্ছা খোদার সন্তান সাব্যস্ত করতো। (আল্লাহ্‌রই আশ্রয়!)

টীকা-১০. সন্তান থেকে এবং ঐসব বিষয় থেকে, যেগুলো তাঁর পবিত্রতম মর্যাদার উপযোগী নয়।

টীকা-১১. না আছে তাঁর কোন শরীক, না আছে কোন সন্তান,

টীকা-১২. অর্থাৎ কখনো রাতের অন্ধকার দ্বারা দিনের একাংশকে গোপন করেন। আর কখনো দিনের আলো দ্বারা রাতের একাংশকে। অর্থ এ যে, কখনো দিনের সময় হ্রাস করে রাতকে দীর্ঘায়িত করেন, কখনো রাতকে হ্রাস করে দিনকে দীর্ঘায়িত করেন। আর রাত ও দিনের মধ্যে যেটা খাটো হয়, তা খাটো হতে হতে সেটার মাত্র দশ ঘন্টা অবশিষ্ট থাকে। আর যেটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তা বাড়তে বাড়তে চৌদ্দ ঘন্টাকাল পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে যায়।

টীকা-১৩. অর্থাৎ ক্বিয়ামত পর্যন্ত সেগুলো আপন নির্দ্ধারিত নিয়মে চলতে থাকবে।

টীকা-১৪. অর্থাৎ হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে।

টীকা-১৫. অর্থাৎ হযরত হাওয়াকে।

টীকা-১৬. অর্থাৎ উষ্ট্র, গাভী, ছাগল ও ভেড়া থেকে

টীকা-১৭. অর্থাৎ জোড়াগুলো থেকে সৃষ্টি করেছেন; অর্থাৎ নর ও মাদী।

টীকা-১৮. অর্থাৎ বীর্য, অতঃপর রক্তপিণ্ড, অতঃপর মাংসপিণ্ড।

টীকা-১৯. একটি অন্ধকার পেটের, দ্বিতীয় অন্ধকার গর্ভের এবং তৃতীয় অন্ধকার জরায়ুর।

وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ
ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ؕ يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ
خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ
ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ﴿٦﴾

সৃষ্টি করেন (১৫)। এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহ থেকে (১৬) আট জোড়া অবতারণ করেন (১৭)। তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেটে সৃষ্টি করেন– এক প্রকারের পর আরেক প্রকারে (১৮) ত্রিবিধ অন্ধকারে (১৯)। তিনিই হন আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিপালক, বাদশাহী তাঁরই। তিনি ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী নেই। অতঃপর কোথায় মুখ ফিরিয়ে যাচ্ছো (২০)।

اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۟ وَلَا
يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَاِنْ تَشْكُرُوْا
يَرْضَهُ لَكُمْ ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ
ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٧﴾

৭. যদি তোমরা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন (২১) এবং আপন বান্দাদের অকৃজ্ঞতা তিনি পছন্দ করেন না। আর যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তবে তা তোমাদের জন্য পছন্দ করেন (২২)। এবং কান বোঝাবাহী সত্তা অন্য কারো বোঝা বহন করবে না (২৩)। অতঃপর তোমাদেরকে আপন প্রতিপালকেরই দিকে ফিরে যেতে হবে (২৪)। তখন তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন যা তোমরা করতে (২৫)। নিশ্চয় তিনি অন্তরসমূহের কথা জানেন।

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ
مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِّنْهُ
نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوْۤا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَ
جَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ
قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا ۖۗ اِنَّكَ مِنْ
اَصْحٰبِ النَّارِ ﴿٨﴾

৮. এবং যখন মানুষকে কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে (২৬), তখন আপন প্রতিপালককে ডাকে তাঁরই প্রতি ঝুঁকে পড়ে (২৭), অতঃপর যখন আল্লাহ্ তাকে নিজের নিকট থেকে কোন অনুগ্রহ প্রদান করেন তখন ভুলে যায় তা, যার জন্য পূর্বে ডেকেছিলো (২৮) এবং আল্লাহ্‌র জন্য সমকক্ষ স্থির করতে থাকে (২৯), যাতে তাঁর পথ থেকে বিপথগামী করে দেয়। আপনি বলুন (৩০), 'স্বল্প দিন মাত্র স্বীয় কুফরের সাথে ভোগ করে নাও (৩১)। নিশ্চয় তুমি দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত।'

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّ
قَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ

৯. ঐ ব্যক্তি, যে আনুগত্যের মধ্যে রাতের মুহূর্তগুলো অতিবাহিত করে– সাজ্দায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায় (৩২), আখিরাতকে ভয়

টীকা-২০. এবং সত্যের পথ থেকে দূরে সরে পড়ছো; অর্থাৎ তাঁর ইবাদত ছেড়ে অন্য কিছুর পূজা করছো!

টীকা-২১. অর্থাৎ তোমাদের আনুগত্য ও ইবাদতের; বরং তোমরাই তাঁর মুখাপেক্ষী। ঈমান আনলে তোমাদেরই উপকার আর কাফির হয়ে গেলে তোমাদেরই ক্ষতি।

টীকা-২২. যে, তা তোমাদের সাফল্যেরই কারণ। তজ্জন্য তোমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন এবং জান্নাত দান করবেন।

টীকা-২৩. অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকেই অপরের গুনাহ্‌র জন্য জবাবদিহি করতে হবে না।

টীকা-২৪. আখিরাতে।

টীকা-২৫. দুনিয়ায় তোমাদেরকে সেটার প্রতিদান দেবেন।

টীকা-২৬. এখানে 'মানুষ' দ্বারা সাধারণতঃ কাফিরদের; অথবা বিশেষ করে, আবূ জাহ্ল কিংবা ওত্‌বা ইবনে রবী'আহ্‌র কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-২৭. তাঁর দরবারে ফরিয়াদ জানায়।

টীকা-২৮. অর্থাৎ ঐ দুঃখ-কষ্ট ভুলে যায়, যেই কারণে আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ করেছিলো।

টীকা-২৯. অর্থাৎ চাহিদাপূরণের পর আবারো মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে যায়।

টীকা-৩০. হে মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! ঐ কাফিরকে,

টীকা-৩১. এবং পার্থিব জীবনের মেয়াদকাল পূর্ণ করে নাও!

টীকা-৩২. শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, এ আয়াত হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আর হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত হযরত ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

অন্য এক অভিমত হচ্ছে– হযরত ইবনে মাস্‌উদ, হযরত আম্মার এবং হযরত সালমান ফার্সী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, রাতের নফল নামাযসমূহ এবং ইবাদত দিনের নফল ইবাদতসমূহ অপেক্ষা উত্তম।

এর একটা কারণ তো এই যে, রাতের কর্মসমূহ গোপনে করা হয়। এ কারণে তা 'রিয়া' বা লোক-দেখানো থেকে বহুদূরে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ (রাতে) দুনিয়ার কাজ কারবার বন্ধ থাকে। এ কারণে অন্তর দিনের তুলনায় অধিক চিন্তামুক্ত থাকে। আল্লাহ্‌র প্রতি একাগ্রতা ও বিনয় দিন অপেক্ষা রাতেই অধিক সহজে পাওয়া যায়।

তৃতীয়তঃ রাত যেহেতু বিশ্রাম ও ঘুমের সময়, এ কারণে তাতে জাগ্রত থাকা নাফসকে খুব কষ্টে ও পরিশ্রমে ফেলে। সুতরাং সাওয়াবও তাতে অধিক হবে।

টীকা-৩৩. এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, মু'মিনদের জন্য ভয় ও আশার মধ্যখানে থাকা অপরিহার্য। সে স্বীয় কৃতকর্মের ভুল-ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি রেখে শাস্তি থেকে ভীত থাকবে, আর আল্লাহ্ তা'আলার রহমতেরও আশাবাদী থাকবে। দুনিয়ার মধ্যে একেবারে ভয়শূন্য হওয়া অথবা আল্লাহ্ তা'আলার দয়া থেকে একেবারে নিরাশ হওয়া- উভয়টাই ক্বোরআন করীমের মধ্যে কাফিরদেরই অবস্থা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ٥

অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র গোপন তদবীর থেকে ভয়শূন্য হয়না, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়।" আল্লাহ্ তা'আলা আরো এরশাদ করেন-

لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ٥

অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়না, কিন্তু কাফির সম্প্রদায়।"

করে এবং আপন প্রতিপালকের দয়ার আশা রাখে (৩৩) সেও কি ঐ অবাধ্য লোকদের মত হয়ে যাবে? আপনি বলুন, 'জ্ঞানীরা ও অজ্ঞলোকেরা কি এক সমান?' উপদেশ তো তারাই মান্য করে যারা বোধশক্তিসম্পন্ন।

وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ⑨

রুকূ' - দুই

১০. আপনি বলুন, 'হে আমার বান্দাগণ, যারা ঈমান এনেছো! আপন প্রতিপালককে ভয় করো। যারা কল্যাণকর কাজ করেছে (৩৪) তাদের জন্য এই দুনিয়ার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে (৩৫)। এবং আল্লাহ্‌র যমীন প্রশস্ত (৩৬)। ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে অগণিতভাবে (৩৭)।'

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑩

১১. আপনি বলুন (৩৮), 'আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন আল্লাহ্‌রই ইবাদত করি নিরেট তাঁরই বান্দা হয়ে।

قُلْ اِنِّيْ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ⑪

১২. এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমিই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণ করি (৩৯)।'

وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ⑫

১৩. আপনি বলুন, 'কাল্পনিকভাবে, আমার দ্বারাও যদি অবাধ্যতা সম্পন্ন হয়ে যায়, তবে

قُلْ اِنِّيْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ

টীকা-৩৪. আনুগত্য বজায় রেখেছে ও সৎকর্ম করেছে।

টীকা-৩৫. অর্থাৎ সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা।

টীকা-৩৬. এতে হিজরতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যেই শহরের মধ্যে পাপাচার অধিক হারে বেড়ে যায় এবং সেখানে বসবাস করলে মানুষ নিজ ধার্মিকতার উপর অটল থাকা দুঃসাধ্য হয়ে যায়, তার জন্য উচিৎ যেন ঐ স্থান ছেড়ে দেয় এবং সেখান থেকে হিজরত করে অন্যত্র চলে যায়।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত 'হাব্‌শাহ্' (আবিসিনিয়া)-এর প্রতি হিজরতকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এ কথাও বলা হয়েছে যে, হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালিব এবং তাঁর সফরসঙ্গীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁরা বালা-মুসীবতসমূহের উপর ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং হিজরত করেছেন আর আপন দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন; তা পরিহার করা পছন্দ করেননি।

টীকা-৩৭. হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেন, "প্রত্যেক সৎকর্মকারীর সৎকর্মসমূহের ওজন করা হবে, ধৈর্য ধারণকারীদের ব্যতীত। তাঁদেরকে অপরিমিত ও অগণিত দেয়া হবে।" এ কথাও বর্ণিত আছে যে, বিপদগ্রস্তদেরকে হাযির করা হবে; তবে না তাদের জন্য 'মীযান' (নিক্তি) কায়েম করা হবে, না তাদের জন্য 'আমলনামা' খোলা হবে। তাদের উপর প্রতিদান ও সাওয়াবের অপরিমিত পরিমাণে বর্ষণ হবে। এমনকি দুনিয়ার মধ্যে নিরাপদে জীবন যাপনকারীগণ তাদেরকে দেখে আরজু করবে, 'আহা! তারাও যদি বিপদগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতো! তাদের শরীরও যদি কাঁচি দিয়ে কাটা হতো, তবে আজ তারাও ঐ ধৈর্যের প্রতিদান পেতো!'

টীকা-৩৮. হে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম!

টীকা-৩৯. এবং ইবাদত-বন্দেগী ও নিষ্ঠার মধ্যে অগ্রবর্তী হই, আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে নিষ্ঠা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন, যা হচ্ছে 'হৃদয়ের কর্ম'; অতঃপর আনুগত্যের, অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের (কর্মের)। যেহেতু, শরীয়তের বিধানাবলী রসূল থেকে অর্জিত হয়, সেহেতু তিনিই সেগুলোর প্রচারক হন। সুতরাং তিনিই সেগুলো আরম্ভ করার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রবর্তী ও সর্বপ্রথম হন। আল্লাহ্ তা'আলা আপন রসূলকে এ নির্দেশ দিয়ে সতর্ক করেছেন যে, অন্যান্যদের উপর সেটা মেনে চলা অতি জরুরী। তাছাড়া, অন্যান্যদেরকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য নবী আলায়হিস্ সালামকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

টীকা-৪০. শানে নুযূলঃ ক্বোরাঈশ বংশীয় কাফিরগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলো, "আপনি কি আপন সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ ও আপন আত্মীয়-স্বজনদেরকে দেখছেন না, যারা 'লাত' ও 'ওয্যার' পূজা করছে?" তাদের খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝١٣

আমারও আপন প্রতিপালক থেকে এক মহা দিবসের শাস্তির ভয় আছে (৪০)।'

قُلِ اللّٰهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي ۝١٤

১৪. আপনি বলুন, 'আমি আল্লাহরই ইবাদত করি নিরেট তাঁরই বান্দা হয়ে;

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ ۗ قُلْ
إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ
وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذٰلِكَ هُوَ
الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝١٥

১৫. সুতরাং তোমরা তাঁর ব্যতীত যারই ইচ্ছা পূজা করো (৪১)! আপনি বলুন, 'পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা নিজ সত্তার ও নিজ পরিবার-পরিজনের ক্বিয়ামতের দিন ক্ষতি করে বসেছে (৪২)। হাঁ, হাঁ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।'

لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَ
مِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ
بِهِ عِبَادَهُ ۚ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ ۝١٦

১৬. তাদের উপর আগুনের পাহাড় রয়েছে এবং তাদের নীচেও পাহাড় (৪৩)। তা থেকে আল্লাহ্ সতর্ক করেন আপন বান্দাদেরকে (৪৪)। হে আমার বান্দারা! তোমরা আমাকে ভয় করো (৪৫)।

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن
يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللّٰهِ لَهُمُ
الْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝١٧

১৭. এবং ঐ সমস্ত লোক, যারা মূর্তিগুলোর পূজা থেকে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্-অভিমুখী হয়েছে তাদেরই জন্য সুসংবাদ রয়েছে। সুতরাং সুসংবাদ দিন আমার ঐ বান্দাদেরকে;

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ
أَحْسَنَهُ ۚ أُولٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ
وَأُولٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝١٨

১৮. যারা কান পেতে কথা শুনে অতঃপর সেটার মধ্যে উত্তমের অনুসরণ করে (৪৬)। এরা হচ্ছে তারাই, যাদেরকে আল্লাহ্ সৎপথ প্রদর্শন করেছেন এবং এরা হচ্ছে তারাই, যাদের বোধশক্তি রয়েছে (৪৭)।

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ
تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ ۝١٩

১৯. তবে কি ঐ ব্যক্তি, যার উপর শাস্তির বাণী অবধারিত হয়েছে, মুক্তি প্রাপ্তদের সমান হয়ে যাবে? তবে কি আপনি সৎপথ প্রদর্শন করে আগুনের উপযোগীকে রক্ষা করে নেবেন (৪৮)?

لٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ
مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ۖ وَعْدَ اللّٰهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيعَادَ ۝٢٠

২০. কিন্তু যে সব লোক আপন প্রতিপালককে ভয় করে (৪৯) তাদের জন্য বহু প্রাসাদ রয়েছে, যেগুলোর উপর প্রাসাদসমূহ নির্মিত হয়েছে (৫০); সেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ
بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ
فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ

২১. তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহ্ আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেছেন অঃপর তা থেকে যমীনে প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত করেন, অতঃপর তা দ্বারা ফসল উৎপন্ন করেন বিবিধ বর্ণের (৫১), অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, অতঃপর তুমি দেখতে পাও যে, তা (৫২) পীত বর্ণের হয়ে গেছে, তারপর সেটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন।

টীকা-৪১. হুমকি ও তিরস্কার সূত্রে বলেছেন।

টীকা-৪২. অর্থাৎ পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করে স্থায়ীভাবে জাহান্নামের উপযোগী হয়ে গেছে এবং জান্নাতের নি'মাতসমূহ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে, যেগুলো ঈমান আনলেই তারা লাভ করতো।

টীকা-৪৩. অর্থাৎ চতুর্দিক থেকে আগুন তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে।

টীকা-৪৪. যাতে ঈমান আনে এবং নিষিদ্ধ কার্যাদি থেকে বিরত থাকে।

টীকা-৪৫. ঐ কাজ করোনা, যা আমার অসন্তুষ্টির কারণ হয়।

টীকা-৪৬. যাতে তাদের মঙ্গল নিহিত।

টীকা-৪৭. শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন যে, যখন হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঈমান আনলেন, তখন তাঁর নিকট হযরত ওসমান, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ, তালহা, যোবায়র, সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস এবং সা'ঈদ ইবনে যায়দ আসলেন এবং তাঁর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি নিজে ঈমান আনার সংবাদ দিলেন। ঐসব হযরতও এ কথা শুনে ঈমান আনলেন। তাঁদের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে– فَبَشِّرْ عِبَادِ الآية (আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিন– আল আয়াত)

টীকা-৪৮. যে আদিকাল থেকে হতভাগ্য এবং আল্লাহ্‌র জ্ঞানে জাহান্নামী। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, "এটা দ্বারা আবূ লাহাব ও তার পুত্রের কথা বুঝানো হয়েছে।"

টীকা-৪৯. এবং তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করেন।

টীকা-৫০. অর্থাৎ জান্নাতের উচ্চ মর্যাদাসমূহ; যেগুলোর উপরিভাগে আরো অনেক উচ্চতর মর্যাদাও রয়েছে।

টীকা-৫১. হলদে, সবুজ, লাল ও সাদা বিভিন্ন ধরণের গম, যব এবং নানা ধরণের শস্য।

টীকা-৫২. সবুজ সজীব ও তরুতাজা হওয়ার পর।

টীকা-৫৩. যারা তা থেকে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব ও কুদরতের পক্ষে প্রমাণাদি স্থির করেন।

টীকা-৫৪. এবং তাকে সত্য গ্রহণের শক্তি দান করেছেন।

টীকা-৫৫. অর্থাৎ নিশ্চিত বিশ্বাস ও হিদায়তের উপর।

হাদীসঃ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, তখন সাহাবা কেরাম আরয করলেন, "হে আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! বক্ষের প্রসার কিভাবে করা হয়?" এরশাদ ফরমালেন, "যখন আলো (নূর) হৃদয়ে প্রবেশ করে তখনই তা প্রসার লাভ করে আর তাতে প্রশস্ততা আসে।" সাহাবা কেরাম আরয করলেন, "তার চিহ্ন কি?" এরশাদ ফরমালেন, "চিরস্থায়ী জগতের প্রতি মনোনিবেশ করা এবং অহংকার-জগত (দুনিয়া) থেকে দূরে থাকা, আর মৃত্যুর জন্য সেটার আগমনের পূর্বে প্রস্তুত থাকা।"

টীকা-৫৬. 'নাফ্স' (মনের প্রবৃত্তি) যখন অপবিত্র হয়ে যায়, তখন সত্য গ্রহণ থেকে তাকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়া হয়। আর আল্লাহ্র যিক্র (আলোচনা) শুনতে খুব কষ্ট হয় ও বিষণ্ণতা বৃদ্ধি পায়। যেমন সূর্যের তাপে মোম নরম হয় ও লবণ শক্ত হয়; অনুরূপভাবে, আল্লাহ্র যিক্র দ্বারা মু'মিনের অন্তর নম্র হয়ে যায়, আর কাফিরদের অন্তরের কাঠিন্য আরো বেড়ে যায়।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾

নিশ্চয় তাতে মনোযোগ দেয়ার কথা রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য (৫৩)।

রুকূ' - তিন

أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾

২২. তবে কি ঐ ব্যক্তি, যার বক্ষ আল্লাহ্ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন (৫৪), অতঃপর সে আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে আলোর উপর রয়েছে (৫৫), তারই মতো হয়ে যাবে, যে পাষাণ-হৃদয়? সুতরাং দুর্ভোগ তাদেরই যাদের হৃদয় আল্লাহ্র স্মরণের দিক থেকে কঠোর হয়ে গেছে (৫৬)। তারা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে।

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

২৩. আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন সর্বাপেক্ষা উত্তম কিতাব (৫৭), যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক ধরণেরই (৫৮), পুনঃ পুনঃ বর্ণনাসম্পন্ন (৫৯), সেটার কারণে (ভয়ে) লোম খাড়া হয়ে যায় তাদেরই শরীরের উপর, যারা আপন প্রতিপালককে ভয় করে, অতঃপর তাদের চামড়া ও হৃদয় নম্র হয়ে পড়ে আল্লাহ্র স্মরণের প্রতি আগ্রহে (৬০)। এটা আল্লাহ্র পথ নির্দেশনা, পথ প্রদর্শন করেন তাকেই, যাকে চান এবং যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন তাকে পথ প্রদর্শনকারী কেউ নেই।

أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. তবে কি ঐ ব্যক্তি, যে ক্বিয়ামত-দিবসে কঠিন শাস্তির ঢাল পাবেনা আপন চেহারা ব্যতীত (৬১), মুক্তিপ্রাপ্তদের মতো হয়ে যাবে (৬২)? এবং সে যালিমদের বলা হবে, 'স্বীয় কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করো (৬৩)।'

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াত থেকে ঐসব লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা আল্লাহ্র যিক্‌রে বাধা দেয়াকে নিজেদের স্বভাবে পরিগত করে নিয়েছে। তারা সূফীগণের যিক্‌রকেও নিষেধ করে। নামাযসমূহের পর আল্লাহ্র যিক্‌রকারীদেরকেও বাধা দেয় এবং নিষেধ করে। 'ঈসালে সাওয়াব' (মরহুম মু'মিনদের রূহে সওয়ার পৌঁছানো)-এর জন্য পবিত্র ক্বোরআন করীম ও কলেমা পাঠকারীদেরকেও 'বিদ'আতী' বলে থাকে। আর ঐসব যিক্‌র-মাহফিলকে খুব ভয় করে ও তা থেকে পলায়ন করে। আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়ত দিন!

টীকা-৫৭. ক্বোরআন শরীফ, যার বর্ণনা এমনভাষা-অলংকারসমৃদ্ধ যে, অন্য কোন কালাম (বাণী) সেটার সমতুল্যই হতে পারে না। বিষয়বস্তু অতীব হৃদয়গ্রাহী, অথচ না পদ্য, না কাব্য। আজব বর্ণনাভঙ্গী! অর্থের দিক দিয়েও এতই উচ্চ পর্যায়ের যে, তা সমস্ত জ্ঞানের ধারক এবং আল্লাহ্র পরিচিতির মতো মহান নি'মাতের প্রতি পথপ্রদর্শক।

টীকা-৫৮. সৌন্দর্যের মধ্যে।

টীকা-৫৯. যে, এর মধ্যে প্রতিশ্রুতির সাথে শাস্তির হুমকিও আছে, নির্দেশের সাথে নিষেধও আছে এবং সংবাদের সাথে বিধি-বিধানও রয়েছে।

টীকা-৬০. হযরত ক্বাতাদাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেন যে, এটা আল্লাহ্র ওলীগণের গুণ যে, আল্লাহ্র যিক্‌র করলে তাঁদের লোম শিউরে উঠে, শরীর কাঁপতে থাকে এবং অন্তর শান্তি পায়।

টীকা-৬১. সে হচ্ছে কাফির; যার হাত ঘাড়ের সাথে মিলিয়ে বেঁধে দেয়া হবে এবং তার গর্দানের মধ্যে গন্ধকের একটা জ্বলন্ত পর্বত পড়ে থাকবে, যা তার চেহারাকে যেন ভুনে-ভেজে ফেলতে থাকবে। এমতাবস্থায়, উপুড় করে তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

টীকা-৬২. অর্থাৎ ঐ মু'মিনের মতো, যে শাস্তি থেকে নিরাপদ ও মুক্ত থাকবে।

টীকা-৬৩. অর্থাৎ দুনিয়ায় যেই কুফর ও অবাধ্যতা অবলম্বন করেছিলে, এখন সেটার অশুভ পরিণতিও বরদাশ্ত করো।

টীকা-৬৪. অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের পূর্বেকার কাফিরগণ রসূলগণকে অস্বীকার করেছে।

টীকা-৬৫. শাস্তি আসার আশংকাও ছিলোনা, উদাসীনতায় পড়ে রয়েছিলো।

টীকা-৬৬. কোন কোন সম্প্রদায়ের আকৃতিসমূহ বিকৃত করেছেন, কোন কোন সম্প্রদায়কে মাটিতে ধ্বসিয়ে ফেলেছেন।

টীকা-৬৭. এবং ঈমান নিয়ে আসতো, অস্বীকার করতো!

টীকা-৬৮. এবং তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

টীকা-৬৯. এমন অলংকারসমৃদ্ধ, যা ভাষা-বিশারদগণকেও অক্ষম করে দিয়েছে।

টীকা-৭০. অর্থাৎ পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘাত থেকে পবিত্র,

টীকা-৭১. এবং কুফর ও অস্বীকার করা থেকে বিরত থাকবে।

টীকা-৭২. মুশরিক ও আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাসীর।

টীকা-৭৩. অর্থাৎ এই দলের দাস অত্যন্ত দুঃখগ্রস্ত থাকে। কারণ, প্রত্যেক প্রভু তাকে নিজের দিকেই টানে এবং আপন আপন কাজের নির্দেশ দেয়। সে হতভম্ব হয়ে যায় যে, কার নির্দেশ পালন করবে এবং কিভাবে তার সমস্ত মুনিবকে সন্তুষ্ট রাখবে! আর যখন স্বয়ং এই দাসের কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তখন তা মিটানোর জন্য কোন্ প্রভুকে বলবে? কিন্তু ঐ দাসের অবস্থা, যার একজন মাত্র প্রভু থাকে, সে তাঁরই সেবা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারে। আর যখন কোন প্রয়োজন দেখা দেয়,তখন তাঁরই নিকট আবেদন করতে পারে। তার কোন দুঃখ পোহাতে হয়না। এ অবস্থাটা মু'মিনেরই যে একই মালিক (আল্লাহ)-এর বান্দা। তারই ইবাদত করে। পক্ষান্তরে, মুশরিক বিরাট একটি দলের দাসের ন্যায়; কারণ, সে অনেককেই উপাস্য সাব্যস্ত করে রেখেছে।

টীকা-৭৪. যিনি একক, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই।

টীকা-৭৫. যে, তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের উপযোগী নেই।

টীকা-৭৬. এ'তে কাফিরদের প্রতি খণ্ডন রয়েছে, যারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওফাতের অপেক্ষা করতো। তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, নিজেরা মরণশীল হয়ে অপরের মৃত্যুর অপেক্ষা করা আহম্মকীই। কাফিরগণ তো জীবনেই মৃত হয়ে আছে। কিন্তু নবীগণের ওফাত একটা মাত্র মূহুর্তের জন্য হয়। অতঃপর তাঁদেরকে জীবন দান করা হয়। এর পক্ষে বহু সংখ্যক শরীয়তসম্মত অকাট্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

২৫. তাদের পূর্ববর্তীগণ অস্বীকার করেছে (৬৪); অতঃপর তাদের প্রতি শাস্তি এসেছে ঐ স্থান থেকেই, যেখান থেকে তাদের খবরও ছিলো না (৬৫)।

كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝

২৬. এবং আল্লাহ্ তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন (৬৬) এবং নিশ্চয় আখিরাতের শাস্তি সর্বাপেক্ষা বড়। কতই ভাল ছিলো যদি তারা জানতো (৬৭)!

فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

২৭. এবং নিশ্চয় আমি লোকদের জন্য এ ক্বোরআনের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, যেন কোন মতে তারা মনোযোগ দেয় (৬৮)।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

২৮. আরবী ভাষার ক্বোরআন (৬৯), যাতে মোটেই বক্রতা নেই (৭০), যাতে তারা ভয় করে (৭১)।

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝

২৯. আল্লাহ্ একটা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন (৭২); একজন দাসের মধ্যে কয়েকজন দুশ্চরিত্র মুনিব শরীক এবং একজনের শুধু একজন মুনিব। তারা উভয়ের অবস্থা কি এক সমান (৭৩)? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই (৭৪); বরং তাদের অধিকাংশই জানেন না (৭৫)।

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৩০. নিশ্চয় আপনাকেও ইন্তিকাল করতে হবে এবং তাদেরকেও মরতে হবে (৭৬)।

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۝

৩১. অতঃপর তোমরা ক্বিয়ামত-দিবসে আপন প্রতিপালকের নিকট ঝগড়া করবে (৭৭)। ★

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۝

টীকা-৭৭. নবীগণ উম্মতের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্থির করবেন যে, তাঁরা রিসালতের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং দ্বীনের দাওয়াত প্রদানে পূর্ণ প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন। আর কাফিরগণ অনর্থক ওযর পেশ করবে। এ কথাও বলা হয়েছে যে, 'ঝগড়া'র অর্থ ব্যাপক; কারণ, লোকেরা পার্থিব প্রাপ্য বা কর্তব্যাদির ব্যাপারে ঝগড়া করবে এবং প্রত্যেকে আপন হক্ বা প্রাপ্য দাবী করবে। ★

★ ত্রয়োবিংশতিতম পারা সমাপ্ত।